Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবমুখে

আষাঢ় ● তেরশ' পঁচাশি ● দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ ● শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
কলিকাতা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
কলিকাতা — ১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • কটক • ধানবাদ • পাটনা • শিলিগুড়ি • গৌহাটী

ORPHAN'S TEA
For
Health & Economy
ORPHAN TEA STORE
133, Cornwallis St. Shyambazar
Phone : 55-2704

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত] মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers
PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST, CAL-6
PHONE : 34 - 3711

ডি, রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৩৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আষাঢ়
তৃতীয় সংখ্যা

দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ
তেরশ' পঁচাশি

গান	৬৩	শ্রীশ্রীঠাকুর
নিরপেক্ষ আনন্দ	৬৪	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
চরণ শরণে	৬৫	শ্রীদিলীপকুমার রায়
প্রাণের প্রদীপ	৬৬	শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
জীবন নদীর এপার ওপার	৬৭	শ্রীরাখালকৃষ্ণ আচার্য
এপারে মা ওপারে মা	৬৯	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
শ্রুতিলিপি	৭০	কাজল নন্দী
ঋগ্বেদ সংহিতা	৭১	স্বামী নচিকেতসানন্দ
হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব	৭৫	ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু
সাহিত্যে রূপকথা	৭৮	শ্রীমতী জয়শ্রী মল্লিক
নীলমাধবের টানে	৭৯	যোগদাপুরী
সীমা আর অসীমা	৮১	স্বামী হীরানন্দ
কল্পনা	৮২	শ্রীশরণাপুরী
বিরহী	৮২	স্বামী মৃগানন্দ
তোকে ভালবাসি বলে	৮২	সুধেন্দু মল্লিক
শ্রবণ-মঙ্গলম্	৮৩	সাধনাপুরী
শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব কী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাপ্তি।	৮৬	ডাঃ নদীয়া বসু
উদয় শঙ্খে বাজে তোমার জয়	৮৮	শান্তি দেবী

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অভিনব ও অসামান্য নব সংযোজন

সাহিত্যের সীমানা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

কবি ও কাব্য, সাহিত্যে ইতরতা—চরিত্রের, বিষয়ের, আদর্শের, ভাষার ইতরতা ও ইতরতার ভবিষ্যৎ, শ্রীঅরবিন্দের কাব্য ও কাব্যবিচার, অচিন্ত্যকুমারের কাব্যে ঈশ্বরানুভূতি, সাধক কবি সত্যানন্দের কবি প্রতিভা, গ্রামের কবি কুমুদরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি ও কাব্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সংকলন।

মূল্য : ১৫·০০ টাকা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বাণ-ষটকম্/ভগবান শঙ্করাচার্য	৮৮	অনুবাদক : শ্রীতারাকুমার মিশ্র
শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্নের স্থান দর্শন	৮৯	শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ
আমাদের দীক্ষা দাও	৯০	নচিকেতা ভরদ্বাজ
ভক্তচারণ বৃন্দ	৯১	
অলোক অগম্য	৯১	মীরা রায়
পুণ্য শপথ নাও	৯২	স্বামী অরুণানন্দ
গান ও স্বরলিপি	৯৩	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
World Psychology	15	Sreemat Swami Satyananda Deva
Book Review	16	S. Neelananda
The desire of the flute [English rendering of Sree Archana Puri's Bengali "Banshir Sadh"]	17	by Sri Jyotsnanath Mallik
Fundamentals of Shakta-Sadhana	18	S. N. Bagchi

With best Compliments from :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street

Calcutta—5

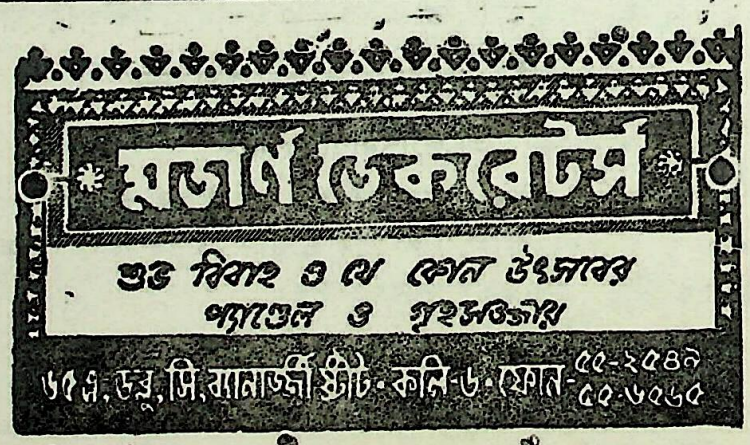

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : শ্রাবণ, ১৩৮৫

২০শে জুলাই,	৪ঠা শ্রাবণ,	বৃহস্পতিবার=গুরু পূর্ণিমা।
২৭শে "	১১ই "	বৃহস্পতিবার=সঙ্ঘপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের তিরোধান তিথি—আশ্রমবাসিগণ ও ভক্তগণ সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যথাসম্ভব মৌন ও উপবাসী থাকবেন সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হোমানুষ্ঠান হবে।
৩০শে জুলাই	১৪ই "	রবিবার=একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩রা আগষ্ট	১৮ই "	বৃহস্পতিবার=অমাবস্যার হোম।
১৫ই "	৩০শে "	মঙ্গলবার=একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম। আশ্রম বিদ্যাপীঠে স্বাধীনতা দিবস পালন।

* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

GRAM : DISWASHING

PHONE : Office : 24-1236
Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS.

4, Hartford Lane, Calcutta-16
Works : 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ

করুণাবতার

শ্রীশরণাপুরী মূল্য : ১১·০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলি-৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুঙ্কিল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA, CALCUTTA-56

Phone : 58-1575

ফোন : ৩৪-৭৯৫৬

এন, কে, স্পোর্টস,

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺বামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৮৯ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

॥ স্বত্বাধিকারী ॥
রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

SUCH AS

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

ALSO

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS

OF

ALL SPECIAL GRADES & SIZES

QUALITY GUARANTEED

Head Office :
N. G. Chakrabarti & Co.,
3D, Nandy Street,
Calcutta-29
Phone : 42-5197

Works :
K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah, (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবসুখে

দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ | তেরশ' পঁচাশি | আষাঢ় | তৃতীয় সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রীঠাকুর

আজি আরতি জীবন ছন্দে আজি আরতি সকল অঙ্গে
জীবনে আরতি মরণে আরতি আরতি নটন ভঙ্গে ॥
হোমের সমিধে আরতি জ্বালা কণ্টকে জড়ানো বেদনার মালা
জীবন জুড়িয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধূপ সুরভিতে বন্দে ॥
কড়ি ও কোমলে উথল বাদলে
দিশে দিশে আর হৃদি শতদলে
গদাধরে-প্রাণ বন্দে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরপেক্ষ আনন্দ

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

আমার নিঃসঙ্গ প্রাণ
তোমাদের লক্ষ লক্ষ প্রাণের স্পন্দনে
শোনে এক অন্তহীন গান।

নিরপেক্ষ দৃষ্টি মাঝে টুকরো টুকরো বৈচিত্র্যের ছায়া
দিগন্তের অক্ষিপটে
মেঘরৌদ্র সম যেন হয়ে গেছে এক
ধ'রে এক পরিপূর্ণ কায়া।

এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি
হাসি অশ্রু সবই আছে—আছে কথা সুখ দুঃখ খেলা
তীরে বসে লক্ষ্য করা আসা চলে যাওয়া
তাই নিয়ে গেঁথে যাওয়া একখানি দিব্য গন্ধ মালা।

মাঝে মাঝে পথ চলা
ঝরণার সাথে সাথে উপল মাড়িয়ে
কিছু খোঁজা নয় ক্রান্তি রেখা কোথা আছে টানা
সবই দেখা শুধু যেন নিরুদ্দেশ হ'য়ে
উদ্দেশ্যের সার্থকতা জানা।

আসে জ্যোৎস্না ফুটন্ত ফুলের রাত
বৃক্ষে বৃক্ষে লতায় পাতায়
উৎসবের মুক্তাহারে নিত্য যেন স্বপ্নকে সাজায়।

তারি মাঝে বসে থাকি কাছে তবু দূরে—বহু দূরে
নির্ব্বিকার ইচ্ছা শুধু চেয়ে থাকে একান্ত অম্লান
ভেবোনা উদাস
আমার এ বিষণ্ণতা-তোমাদের লক্ষ লক্ষ
আনন্দের সাগর সঙ্গমে
নিত্য করে পূর্ণকুম্ভ স্নান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণ-শরণে

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

ভেবে মেলে কূলকিনারা কবে ?
প্রশ্নাবর্ত, চিন্তার হিজিবিজি
একের-পর-এক আসে মহোৎসবে,
মনঃক্ষোভে বলি কেবল : "ছি ছি।
কে বাগানে ফুল আফোটাই ঝরিয়ে দিয়ে যায় ?
কার হুকুমে নিষ্ঠুর রাত নামে অবেলায় ?"

মন বিচারক হ'য়ে টোপর পরে,
কিন্তু কাকে মারবে চাবুক হায় ?
দণ্ড দিতে চায় সে তারস্বরে
দণ্ডধারীর চণ্ড গরিমায়।
একে ওকে তাকে দাগে "পাপিষ্ঠ পরম" !
স্বভাবে যে গরম কি হয় বিচারে নরম ?

অন্তে বিষম ক্লান্ত হ'য়ে কাঁদে :
"কুলীন যে তার জন্ম-অধিকারে
জাত যায় তার কোন্ সে-অপরাধে,
জয়ের মুকুট পরেও কেন হারে—
একবার নয়, বারবার—'অভিজাত' যার উপাধি ?"
তাই সে শুধায় : "সভ্য ভব্য হ'য়েও কেন কাঁদি ?

"একটি কেবল সান্ত্বনা—নই একা,
অনিশ্চিতের খাতে সবাই পড়ে,
ভাবতে শিখেই আরো পেলাম দেখা—
কী অপযশ আনে প্লাবন ঝড়ে :
কত শত রম্য নিলয় যায় ধ্ব'সে নিয়ত,
ধার্মিক নাগরিকেরো ভাঙে শুভব্রত।

"সবার উপর, ঘোর নিয়তির এই
দৈনিক অবিচারের দেওয়া হানা :
কোনো এজলাসেই যার আপীল নেই।

দুবি'ধানের মূল কার আছে জানা ?
যেদিকে চাই—কুরূপেরি বান ডেকে যায় যেন :
শিশুর বুকে আঁতুড়ঘরেও ঈর্ষা নামে কেন ?

কাল ছিল যা রংমহল উদার,
ধুলোমুঠিও হ'ত সোনামুঠি,
আজ কেন হয় মনে—কারাগার ?
কোন্ সুমতি ধাতার এ-ভ্রূকুটি ?
এর নাম কি ন্যায়ের আইন ? একটু আরাম হাসি,
তারপরেই হায় ঢেউ তুলে ধায় কান্না রাশি রাশি।"

গায় বাঁশি : "এ কেমন ব্যাকরণ ?
অক্ষর নেই, আছে সাহিত্য।
ফুল ফল নেই, আছে কাঁটাবন।
নেই কবি কেউ, আছে কবিত্ব।
যুক্তি বটে ! ভক্তি প্রেমের হাজার দেয়ালি রে,
জ্বালায় নি কি নিটোল আলো দোললীলা-মন্দিরে ?

"দিনে দিনে কতই বসন্ত
করল উছল শতদলের শোভা···
কত সে গান, কত আনন্দ····
কত আবেশ স্বপ্ন হেমপ্রভা···
কত কী পাই যা ভুলে যাই—এমনি চপল মন :
ধ্যানের দিশা পায় নি যে তার হয় কি সুদর্শন ?

"সে দেখে—নেই কায়া, সবই ছায়া,
আকাশ আছে, নেই নীলিমার পাখা,
নেই চিত্র, আছে ছবির মায়া
সন্ধ্যা আছে, নেই রূপসী রাকা।
আছে স্নেহ প্রীতি, শুধু নেই আদরের ঝারি,
আছে ধূ ধূ মরু, শুধু নেই পিপাসার বারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অসীম ব্যোমে উধাও দুর্নিবার
নীহারিকার রথ, শুধু নেই চালক,
নাটক আছে, নেই নাট্যকার
জন্ম আছে নেই মাতা কি জনক।
সাধ্য আছে নাস্তি শুধু সাধের বাস্তবতা,
বিয়োগব্যথা আছে, শুধু মিলন রূপকথা।

"এক হ'তে চায় বহু সগৌরবে
জন্মযোগের এই তো সংবিধান,
ভগবানের নাগরদোলার স্তবে
দুলে ওঠে তাই ভক্তের প্রাণ।
সেই বিরাটের গহন মায়াজাল না কেটে কেউ
দেখতে কি পায় মায়েশ ধাতার প্রাণোর্মিলার ঢেউ" ?

"অসীম অগাধ অতল অসংখ্য—
নয় নিরর্থ এসব বিশেষণ,
নয় বিরাটের স্পর্শ অলক্ষ্য,
সে ছোঁয় ব'লেই লীলা-চিরন্তন।
তাই বিন্দু পায় সিন্ধুর সালোক্য-সম্মান,
ধুলায় তারা নামে, কণায় মহৎ মহীয়ান্।

"একটু চেয়েই তাই যেন না থেমে
চাই তাঁকে যাঁর স্পর্শেরি প্রসাদে
জীবন সফল হয়, সে প্রেমল নেমে
আসেন দৈন্যে সংঘাতে প্রমাদে।
তাঁর করুণায় স্বর্ণতোরণ খুলবে অঘটনে,
প্রতি হৃদয় কাঁপবে তাঁরই আনন্দ নর্তনে।"

গায় বাঁশি : "নয় কল্পনা এ নয়,
এ-ই সত্যের মন্ত্র অমরণ,
শরণ যে চায় হবেই রে তার জয়,
পাবেই দিব্যদৃষ্টির দর্শন,
দেখতে পাবি—সৃষ্টিলীলা চলেছে কোন্ মুখে,
অসাঙ্গ ঝঙ্কার উলু-উল্লাসে যুগে যুগে।

নয় বিচারে, সংশয়ে নয় নয়,
নয় বিজ্ঞানশক্তি-গরিমায়,
প্রাণের নতিই নয়কে করে হয়,
আত্মসমর্পণের প্রার্থনায়।
ডাকে তাকে তাই : দাও আমাকে হে ভুবনেশ্বর,
বিচারমতির নয়— শরণাগতির পরম বর।"

দিল্লী ৬.১১.৭৭.

প্রাণের প্রদীপ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

মনের আগুন জেলে প্রাণের প্রদীপ
প্রতিদিন প্রতিকাজে সে শিখার শিব।
কল্যাণ মাধুরী আনে
অজস্র ধারার গানে
জীবনের বীজ থেকে মহীরুহ জীব।

ফুলে ফলে সবুজের সমারোহ ছল
নানা জন নানা ভাবে উপভোগী দল।
সাগরের নীলজলা
তোলপাড়ে উচ্ছলা—
সবটুকু নয় নয়, জানে স্থির দ্বীপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন নদীর এপার ওপার

শ্রীরাখাল কৃষ্ণ আচার্য

বিশাল এক নদী। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। দিগন্ত সীমায় যেখানে আকাশ আর জলে মিশে গেছে সেখানে চোখে পড়ে একটা কুয়াশার রেখা। এপারটা আমাদের কাছে অতি সুস্পষ্ট ও বাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু ওপারটা তা নয়।

এপারে ইহলোকের জীবন, আর ওপারে পরলোকের জীবন। আমাদের ক্ষুদ্র দেহ—তরীখানা বারবার এপার ওপার পাড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে যুগযুগান্তর ধরে।

আমাদের কাছে এপারের পার্থিব জীবনকে সত্য বলে মনে হয়, কারণ এপারের সবকিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু ওপারকে তা পারিনা বলে তাকে অস্পষ্ট কুয়াশা ঢাকা এক বিরাট রহস্য বলে মনে হয়। অনেকে ওপারের অর্থাৎ পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, যা চোখে দেখতে পাইনা, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ইহলোকই সব, পরলোক বলে কিছু নেই। মৃত্যুতে মানুষের সবকিছু ধ্বংস হয়; তাই মৃত্যুর পর মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

পরলোক সম্বন্ধে এই সংশয় আজকের নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তারই আভাষ রয়েছে কঠোপনিষদে নচিকেতার প্রশ্নে—"যেইয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীতেকে নায়মস্তীতি চৈকে"—কেউ কেউ বলেন মানুষ মরলে চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যায়, আর কেউ কেউ বলেন মরণের পরও মানুষ বেঁচে থাকে। এই কথা দুটির কোনটি সত্য? এই প্রশ্ন আমাদের মনে সন্দেহ জাগায় (১)।

উপনিষদের যুগ থেকে মানব সভ্যতা আজ অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও নচিকেতার সেই প্রাচীন প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর বিজ্ঞানের দিক থেকে আজও মেলেনি। বিজ্ঞানের দিক থেকে বলছি এইজন্যে যে আধুনিক যুগে আমরা সবকিছু বিজ্ঞানের আলোতে দেখতে অভ্যস্ত। যার পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন নেই তাকে স্বীকৃতি দিতে আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু আমরা ভুলে যাই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা।

আমাদের এপারের জীবনটা কি, বিজ্ঞানের কাছে তারই কি কোন হদিশ পাওয়া যায়? জীবনবিজ্ঞানের পুস্তকে জীবন আসলে কি, তার কোন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। সেখানে দেখা যায়, জীবন একটা রহস্য —"লাইফ ইজ এ মিষ্ট্রি। জীবনক্রিয়া বা জীবনের বহিঃপ্রকাশকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানীরা। কিন্তু জীবনের আসলরূপ অথবা মূল ভিত্তি যা থেকে হয়েছে জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ, সে বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান বেশী আলোকপাত করতে পারেনি।

ওপারের জীবন তো দূরের কথা, এপারের জীবনের আদি এবং অন্ত, জন্মপূর্ব এবং মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান কোন খবর দিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের এই অক্ষমতা বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন,

"Modern Science knows nothing about a before-life or an after-life of the human Soul, knows nothing about a soul at all." (২)

জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তের সন্ধান পেতে হলে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় নয়, কেবলমাত্র ভারতীয় চিন্তাধারার যে স্বাক্ষর রয়েছে উপনিষদ, বেদান্ত, সাংখ্য—পাতঞ্জলে তারই আলোকে পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন হিন্দু ঋষি ও চিন্তাবিদগণ তাঁদের ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞার আলোকে এপার ওপার, ইহলোক-পরলোক, জীবন মৃত্যু, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সত্য আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা আজও ভুল প্রমাণিত হয়নি; বরং তারই সামান্য কিছু, মাত্র এক শতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশের আত্মিক গবেষণা (সাইকিক্যাল রিসার্চ) সমিতি নূতন করে আবিষ্কার করেছে। প্রাচীন হিন্দুদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্তব্য স্মর্তব্য :

"The Hindus are the only people today who from time immemorial have studied the spiritual side, and have recorded the result, and have left their knowledge, which have been handed down to us through generations. There is no other nation in the world, which has so perfect a knowledge in these lines, as we have in India." (৩)

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গণ জীবনের বহিঃপ্রকাশকে সমগ্রজীবন বলে মনে করেননি। তাঁরা একথা স্বীকার করেন না যে, মানবজীবন কালমাত্রার এক নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপর একটি বিন্দুতে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, তাঁরা মনে করেন জীবন অনন্ত প্রবাহ। তাঁরা সর্ব্বত্র খোঁজ করেছেন জীবন প্রবাহের মূল ভিত্তি বা কেন্দ্রবিন্দুকে।

শ্রীঅরবিন্দ "ইণ্ডিয়ান কন্‌সেপ্‌শন্‌ অফ্‌ লাইফ" নিবন্ধে জীবন সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ধারণার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করে বলেছেন, জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তা-দৃষ্টি একটি গভীর কেন্দ্র হতে আরম্ভ হয়ে বাইরের দিকে এগিয়ে গেছে। ভারতীয় চিন্তা-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই যে তা সর্বত্র আত্মাকে খুঁজে বেড়ায়। (৪)

কেন এই অন্বেষণ ? কারণ মানবজীবনের গভীরতর কেন্দ্র হচ্ছে আত্মা এবং আত্মাই জীবনের ভিত্তি। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের মতে, "প্রত্যেকটি ব্যক্তি—আত্মাই জীবনের কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্র অমর"। (৫) আত্মাকে বাদ দিয়ে জীবনকে পুরোপুরি মানা সম্ভব নয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; অবশ্য কেউ কেউ স্বীকার করেন যে, আত্মাই মানবব্যক্তিত্বের মূল কেন্দ্র। সি, ই, এম্‌, জোয়াড মনে করেন যে হিন্দুরা যাকে আত্মা বলেন সেই আত্মাই হচ্ছে মানবব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মা পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করে। তিনি বলেছেন :

"The spirit is the seat of personality. In fulfilment of a purpose it is incarnated in a body or perhaps, in a number of successive bodies. The spirit so conceived is analogous to what the Hindus call the Atman." (৬).

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মধ্যে পরামনোবিজ্ঞান (প্যারাসাইকোলজি) মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষের ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণার আলোকে মানবব্যক্তিত্বে একটি শাশ্বত সত্তা বা আত্মার স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে যে, আত্মাই মানবব্যক্তিত্বের কেন্দ্রস্থল। পরামনোবিজ্ঞানের এই স্বীকৃতি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরামনোবিজ্ঞানের জাতিস্মর তত্ত্বের (Extra Cerebral Memory সংক্ষেপে E.C.M.) গবেষণায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাদের জাতিস্মর বলা হয় তারা পূর্বজন্মের অনেক ঘটনা স্মরণ করতে পারে। এই ক্ষমতা অতিশয় দুর্লভ হলেও শুধু ভারতেই নয় বিশ্বের বহু দেশে নানা ধর্মের মানুষের মধ্যে জাতিস্মরদের খোঁজ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে এ নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়নি। পরামনোবিজ্ঞানীরা জাতিস্মরদের কথিত তাদের পূর্বজন্মের কাহিনীগুলির সত্যতা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন যে, মৃত্যুতে আত্মার ধ্বংস হয় না এবং একই আত্মা বারবার জন্মগ্রহণ করতে পারে (৭)। পরামনোবিজ্ঞানের এই গবেষণা থেকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সুপ্রাচীন তত্ত্ব পুর্ণজন্মবাদের সত্যতা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমর্থন পাওয়া যায়।

মানবাত্মাকে কেন বার বার জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে হয় ? এ বিষয়ে দার্শনিক এস. রাধাকৃষ্ণান বলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমাদের এখানকার জীবন একটি বৃহত্তর জীবনের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়, যার ভিতর রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রবৎ আবর্তন। কারণ মানবাত্মার পূর্ণতা লাভের জন্য এক জন্মই যথেষ্ট নয়, তার জন্য বহুবার জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। মৃত্যু জীবনেরই একটি প্রক্রিয়া ; এছাড়া মৃত্যুর আর কোনো অর্থ নেই। মৃত্যু বলতে জীবনের অস্বীকৃতি বোঝায় না' (৮)।

পরামনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে, দেশ-কালের বিশ্বে থেমে যাওয়া আর মরণোত্তর অস্তিত্ব বা অমরত্ব বলতে বুঝায় দেশ কালের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। (৯) কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গণ মনে করেন মৃত্যু বলতে ঠিক থেমে যাওয়া নয়, বরং ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মজগতের দিকে নূতন দেহে—সূক্ষ্ম দেহে আরও এগিয়ে যাওয়া। সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করার প্রথম শর্ত হল, জড়দেহটা জড় জগতে রেখে যেতে হয় ; এর নাম দেহত্যাগ বা মৃত্যু।

'মৃত্যু' কথাটা প্রায় সকলের কাছেই আতঙ্কজনক। কারণ মৃত্যু বলতে মানবব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বলে মনে করা হয়। অনেক মনীষি ব্যক্তি এই সার্বজনীন ভুল ভাঙ্গাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, সাধারণ লোক মৃত্যুকে ভয় করে। এই ভয় অজ্ঞতাপ্রসূত ; কারণ তারা জানেনা মৃত্যুর অর্থ আর মৃত্যুর পর তাদের কি ঘটবে। মৃত্যু বলতে ধ্বংস বা সম্পূর্ণ অবলুপ্তি বুঝায় না ; মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন (১০)। তিনি আরও বলেছেন, বেদান্ত বলে মৃত্যু হলে মানুষ সত্যি সত্যি মরে না, চৈতন্যের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়। সে সময়ে আত্মা তার জড়দেহটা জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে (১১)। অনত্র তিনি বলেছেন, 'কোনো মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জীবাত্মার কিন্তু মৃত্যু হয় না। জীবাত্মা সূক্ষ্ম আকারে অদৃশ্যভাবে অনন্ত কাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকে' (১২)।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "অধ্যাত্ম জীবনের পথিকের নিকট মৃত্যু এক জীবন হতে অন্য জীবনে যাবার যাত্রাপথ মাত্র—কেউই মরে না, কেবলমাত্র নিকট হতে দূরে যায়।.....মৃত্যুতে কেবলমাত্র শরীর ত্যাগ হয়—ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অবসান ঘটেনা—এ যেন মানুষের অন্য দেশে যাওয়া ও সেই দেশের আবহাওয়ার উপযোগী পরিচ্ছদ বদল করা।" (ক্রমশঃ)

———

এপারে মা ওপারে মা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

এপারে মা ওপারে মা মাঝখানেতে জল,
এপারে মা ডাক দিয়েছে ওপারেতে চল।
হাত ধরে মা আগিয়ে চলে ওপারে চোখ রাখি,
হেসে খেলে ঢেউ ভেঙে যাই, অনেক দূর ত' বাকী
সকাল বিকাল রাঙা জলে, কালো আঁধার হলে
ওপারে মার কালো চুলে উঠছে তারা জলে।
ডুবলো রবি উঠলো না চাঁদ অমা অন্ধরাতি,
মায়ের চোখে বিজলী ঝলক তাই হয়েছে বাতি।

পিছলে পড়ি, কঠিন মুঠি, 'আগিয়ে চলো' মুখে,
অভয় পদ শরণ নিয়ে চলছি মনের সুখে।
কালো জলে রাঙা কমল ফুটছে মায়ের পায়ে,
হঠাৎ দেখি ওপারের মা গেল নিকট হয়ে।
অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি দু মায়ের মুখ এক,
ওপারের মা এপার এসে আমায় দিল ডাক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিলিপি

কাজল নন্দী

ঠাকুরের সন্তান আমাদের আনন্দদা মুক্তো মাকে ছোটবেলায় খুব রাগাতেন। সর্বদাই বলতেন, "আয় তোকে দীক্ষা দিয়ে দি।" মুক্তো মা কানে আঙুল দিয়ে ভয়ে কান্নায় অস্থির, কারণ ঠাকুরের কাছ ছাড়া আর কারও কাছে দীক্ষা নেবেন না। আনন্দদাও ছাড়বেন না, মজা করবেন, বললেন—"কান থেকে হাত সরা, বল—ওং ফট্"। শোনামাত্রই আবার কান্না। কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরের কাছে এসে "ও ঠাকুর, আমার দীক্ষা হয়ে গেল। ঠাকুর, আর আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিতে পারব না।" ঠাকুরও হাসতে হাসতে বলেন, "কে তোকে দীক্ষা দিল, কে তোর গুরু হল ? কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন—"আনন্দদা, বললেন—"ওং ফট্"।

সেই থেকে আনন্দদা মুক্তো মাকে দেখলেই বলতেন ওং ফট্। আর শুরু হত সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে পড়ে চীৎকার। কোনও সময় হয়তো একটি ভাল ফুল নিয়ে এসেছেন ঠাকুরদের জন্য, আনন্দদা ধরলেন, "এই কোথায় চলেছিস, আমাকে পূজো কর, আমি তোর গুরু।" মুক্তো মা বলছেন—"একটু বড় হতেই বলতাম 'ঠাকুরকে বলে দেব' অবশ্য তাও ভয়ে ভয়ে।"

কোনও এক জায়গায় শ্রীঠাকুর তাঁর দলবল নিয়ে গেছেন! মাঠের মাঝে একটি বড় গর্ত পড়েছে, ঠাকুর সেটিকে লাফিয়ে পেরিয়ে গেলেন। ঠাকুর যেহেতু পেরেছেন অতএব আমরা সবাই পারবো এই ভেবে ঠাকুরের কন্যা শ্রী গীতা মা প্রথমে লাফিয়েছেন। কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে তিনি পড়লেন কাঁচা মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ছোট মেয়ে লাফাতে গিয়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ে। খুব ফর্সা ধবধবে ঠাকুরের কন্যাটিকে পড়ে যেতে দেখে সকলে চীৎকার শুরু করেছে, একটা বালিশ পড়েছে, একটা বালিশ পড়েছে। সকলের হাততালি ও হাসির চোটে গীতা মা রেগেই অস্থির। আর উঠেই শুরু করেছেন ঠাকুরের আর একটি ছোট মেয়ে মীরা মাকে মারতে। "তোর জন্যই তো আমি পড়লাম," বলছেন আর মেরে যাচ্ছেন। মীরা মা বলছেন—"বা রে তুই তো আগে পড়লি তবে তো আমি পড়লাম।" কিন্তু রাগে ও লজ্জায় নিজের দোষটা তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন।

শ্রীঠাকুর অসময়ে ঘুমানো পছন্দ করতেন না। একবার পূর্ণলক্ষ্মী মা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। গীতা মা সতর্ক থাকতেন এই ব্যাপারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোঁফ এঁকে দিয়েছেন। বিকালে পূর্ণলক্ষ্মী মাকে দেখে ঠাকুরও হাসছেন আর ঠাকুরের ছেলে মেয়েরাও হাসছেন। হাসির কারণ কিছু বুঝতে না পেরে সেই মাটিও হেসে চলেছেন।

আর একদিন মুক্তো মা ঘুমিয়ে পড়েছেন, গীতা মাও তাঁর কাজ করে দিয়েছেন। কারণ এইভাবে ঠাকুরের কাছে রিপোর্ট চলে যাবে ধ্যানের বদলে দুপুরে ঘুম হয়েছে। ঠাকুরের সামনে উপস্থিত হতেই ঠাকুর ও তাঁর সাথীরা হাসতে থাকেন। মুক্তো মা সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সঙ্গীদের বলছেন—"হাসছিস কেন রে?" ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বলেন, 'আয়নায় নিজের মুখটা দেখে এসো।'

আর একদিন দুপুরে গীতা মা শুয়ে শুয়ে শ্রীঠাকুরকে স্মরণ করছেন। মুক্তো মা, "এই সুযোগ, আজ গীতাকে জব্দ করব।" তেল কালি যেই লাগাতে এসেছেন গীতা মা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে—'উহু' সাড়া পাওয়া মাত্রই —"ও তুই জেগে আছিস," বলেই ছুটে পালিয়ে গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ সংহিতা

স্বামী নচিকেতসানন্দ

অগ্নিঃ পূর্বেভিঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥ ২য় মন্ত্র॥

পদবিভাগ :—অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ নূতনৈঃ উত সঃ দেবান্ আ ইহ বক্ষতি।

অন্বয় :—অগ্নিঃ (অগ্নি) পূর্বেভিঃ (পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রাচীন) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) উত (এবং) নূতনৈঃ (আধুনিক ঋষিগণ কর্তৃক) ঈড্যঃ (পূজ্য বা পূজনীয়)। সঃ (তিনি) দেবান্ (দেবগণকে) ইহ (এখানে) আ বক্ষতি (লইয়া আসুন)।

পদ্যানুবাদ :— স্তুত হয়েছেন অগ্নি সকল প্রাচীন ঋষির দ্বারা।
নবীন ঋষিও গেয়ে চলেছেন মানি সে প্রাচীন ধারা॥
সেই সে অগ্নি ডাকিয়া আনুন সকল দেবেরে হেথা—

অগ্নি :—অগ্নি শব্দ লইয়া বিস্তৃত বিচার প্রথম মন্ত্রে করা হইয়াছে।

পূর্বেভি :—প্রাচীনগণকর্তৃক। পূর্ব শব্দের ৩য়ার বহুবচন। বৈদিক সংস্কৃত ভিন্ন অন্যস্থলে পূর্বৈঃ হয়। পূর্ব+অন্ (পূর্বতিধাতোরন্ প্রত্যয় ঔনাদিকঃ—সা)।

ঋষিভি :—ঋষিগণকর্তৃক। দৃশ্+ইন্=ঋষিঃ। 'ঋষ্যন্ধক' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ। (সর্বধাতুভ্য ইন্—উ.৫৫৭। ইন্প্রত্যয়ান্ত ঋষিশব্দঃ ঋষ্যন্ধকেতি নিপাতনাৎ—সা.; পা. ৪/১/১১৪)। আচার্য্য ঔপমন্যবের মত উদ্ধৃত করিয়া নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন স্তোম অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্র সমূহের দর্শন পাইয়াছেন বলিয়া ঋষি। (ঋষিদর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যবঃ— নি. ২/১১)। ধাতুপাঠে তুদাদিগণীয় 'ঋষি' ধাতুর অর্থ গমন করা হইয়াছে। (ঋষীগতৌ—ধাতুপাঠ ১২৮৮)। পুরুষেরা বেদ বা জ্ঞানলাভের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকট বেদপুরুষ স্বয়ম্ভু উপস্থিত হইলেন বা গমন করিলেন। যাঁহাদের নিকট গমন করিলেন, তাঁহারাই ঋষি। (বেদপ্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুতিষ্ঠতঃ পুরুষান্ স্বয়ম্ভুর্বেদপুরুষঃ প্রাপ্নোৎ—সা.)। নিঘণ্টুকারও বলিয়াছেন যেহেতু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যানিরত ব্রাহ্মণগণের নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা ঋষি হইয়াছিলেন। ইহাই ঋষিদিগের ঋষিত্ব (যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূঃ অভ্যানর্ষৎ তে ঋষয়োঽভবংস্তদৃষীণামৃষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে—নি. ২/১১। অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূভ্যানর্ষত্ত ঋষয়োঽভবংস্তদৃষীণামৃষিত্বম্—তৈ. আ. ২/৯/১)। সায়নাচার্য্যের মতে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণ প্রপাঠকে ইহার উল্লেখ আছে। স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইবার জন্য বোঝা যায় ঐ প্রপাঠকে স্বাধ্যায়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। (অস্য প্রপাঠকস্য স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণমিতি সমাখ্যানাৎ স্বাধ্যায় এবাত্র প্রাধান্যেন বিধেয়ঃ—সা. ৮৪) কল্পারম্ভে সৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ আমাদের মত কল্পমধ্যে বার বার জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাই তাঁহারা অজ এবং তাঁহারা পৃশ্নি অর্থাৎ হ্রস্বকায় ছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ নির্মল থাকায় তপস্যায় নিরত হইলে তাঁহাদের নিকট বেদপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন না করিয়াও তপোবলে তাঁহারা সমগ্র বেদস্বরূপতঃ দর্শন করিয়াছিলেন। এই দর্শনক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবার জন্য ঋষিগণের ঋষিত্ব। (কল্পাদাবেব ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা ন হ্যস্মদাদিবৎ কল্পমধ্যে পুনঃ পুনর্জায়ন্তে তস্মাদজাঃ তে চ পৃশ্নয়ঃ স্বরূপেনৈব নির্মলাঃ সন্তোঽপি পুনস্তপ আচরন্—সা.। অনধীতমেব তত্ত্বতো দদৃশুস্তপোবিশেষণ—দুঃ)। ইন্দ্রিয়াতীত বেদকে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা প্রথমে দেখেন তাই তাঁহারা ঋষি। ইতিহাসের সহিত বেদ যুগান্তে অন্তর্হিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের কৃপায় আগে জানিতে পারিয়াছিলেন। (অতীন্দ্রিয়স্য বেদস্য পরমেশ্বরানুগ্রহেণ প্রথমতো দর্শনাদৃষিত্বমভিপ্রেত্য স্মর্যতে—যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভু বা—সা.)।

ঋষ্ ধাতুর অর্থ গতি। গত্যর্থক ঋষ্ ধাতুর সহিত সম্বন্ধ থাকায় অর্থাৎ বেদ স্বয়ং ঋষিদের নিকট সমাগত হওয়ায় উহাই ঋষিগণের ঋষিত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। (ঋষিধাত্বর্থবিষয়ত্বাদৃষয়োঽভবন্—সা.)।

অতএব ঋষি শব্দের দুইটি ব্যুৎপত্তি হইল। দৃশ্+ইন্=ঋষি এবং ঋষ্+ইন্—ঋষি।

ঈড্যঃ পূজ্য, বন্দনীয়—। ঈড্+ণ্যৎ (ঈডিতব্যো বন্দিতব্য :—নি. ৭ম ও ৮ম অঃ—৯০)।

নূতনৈঃ—নিঘণ্টুকার নবম্, নূত্নম্, নূতনম্, নব্যম্, ইদা ও ইদানীম্ এই ছয়টি নব শব্দের সমার্থক বলেন (নবম্ নূত্নম্ নূতনম্ নব্যম্ ইদা ইদানীম্ ইতি ষডেব নবনামানি (নিঘ. ৩/২৮)। অধিকন্তু তিনি এস্থলে নূতন শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'নবতর', বলিতেছেন 'নূতনৈঃ ঈড্যঃ' অর্থাৎ আমাদিগের মত নবতর ঋষিগণ দ্বারা যিনি বন্দনীয়। (অস্মাভিশ্চ নবতরৈঃ ঈডিতব্যঃ নি. ৭)। নূতন=নব+তনপ্। নব শব্দের উত্তর ত্নপ্, তনপ্ ও থ এই তিনটি প্রত্যয় হইলে নব শব্দের স্থলে নূ আদেশ হয় বলিয়াছেন বার্ত্তিককার কাত্যায়ণ (নবস্য নূ আদেশো ত্নপ্তনপ্থাশ্চ প্রত্যয়া বক্তব্যাঃ—বা. ৩৩২৭)। যাস্কাচার্য 'পূর্বেভিঃ' এবং 'নূতনৈঃ' এই দুই শব্দের জন্য ঋষিদিগকে পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্তী এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্ববর্ত্তী ঋষিরা ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের ঋষিগণ ধর্মের দ্রষ্টা ছিলেন না। তাঁহাদিগকে পূর্ববর্ত্তী ঋষিরা উপদেশের দ্বারা মন্ত্রসমূহ দান করিয়াছিলেন। (সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মেভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সংপ্রাদুঃ—নি. ১/২০)।

উত—বৈদিক অব্যয়। অর্থ ও, এবং। (উত ত্বঃ অপ্যেকঃ—নি. ১ ; উত বা অপি বা—নি. ৬ (ছয়) ; উতান্যঃ অপ্যন্যঃ—নি. ১২)। দুর্গাচার্যের মতে উত, অপি ও অথ এই তিনটি বেদে একই অর্থ প্রকাশ করে। অন্যত্র দুর্গাচার্য উত এবং অপি শব্দ সমানার্থক বলিয়াছেন। (উত অপি অথেতি ছন্দসি সমানার্থাঃ—দু. ১/৬ ; উত শব্দোঽপিশব্দেন সমানার্থঃ—দু. ১/১৯)। স্কন্দস্বামীর মতে অপি এবং এব (ই) এই দুই অর্থে উত শব্দের প্রয়োগ হয় (উতশব্দোঽপ্যর্থে—স্ক. স্বা. ১/৬ ; উত এবার্থে—স্ক. স্বা. ৪/২৫)।

দেবান্—প্রথম মন্ত্রে দেবম্ শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেব শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচনে দেবান্ হয়। সন্ধির জন্য ন্ স্থলে ং হইয়াছে।

এহ—এখানে। আ+ইহ। বেদে 'আ' উপসর্গ সামীপ্য অর্থ বোঝায়। নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন 'আ' শব্দের অর্থ অর্বাক্। স্কন্দস্বামী অর্বাক্ শব্দে সন্নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। ('আ' ইত্যর্বাগর্থে—নি. ১/৪ ' অর্বাগর্থঃ সন্নিকৃষ্ট—স্ক. স্বা.) উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসে। (তে প্রাগ্ধাতোঃ—পা. ১/৪/৮০)। কিন্তু বেদে কখনও কখনও উপসর্গ এবং ধাতুর মধ্যে অন্য শব্দ থাকিতে পারে ('ব্যবহিতাশ্চ'—পা. ১/৪/৮২)। 'ইহ' বৈদিক অব্যয় 'ইদম্' শব্দের সপ্তমী স্থানে হ প্রত্যয় হয়। (ইদমো হঃ—পা. ৫।৩।১১)।

বক্ষতি—বহ্ ধাতু+লৃট্ (লেট্ এর রূপ বা লোটের অর্থে) সায়নাচার্য্যের মতে বেদে এইরূপ হয়। (বহতি ধাতোর্লোডর্থে ছান্দসো লৃট্।...যদ্বা লেটি.... (সা.)। পাওয়াইয়া দেওয়া বা আনয়ন করা অর্থে বহ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়। 'আবক্ষতি' অর্থ 'আবক্ষতু' অর্থাৎ আনয়ন করুন। (আবক্ষতি ইহ প্রাপণ ইতি ধাতুঃ আবহত্বিত্যর্থঃ সা ; এহ বক্ষতি ইহাবহত্বিতি—নি. ৭।১৬ ; এহ বক্ষতি=আ+ইহ বক্ষতি=ইহ+আবক্ষতি=ইহ আবহতু (এই স্থানে অর্থাৎ এই যজ্ঞে আনয়ন করুন)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু

(অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন মার্গের সমন্বয়

এই পুস্তিকার প্রারম্ভ হইতে ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সংস্থাপিত করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ মানুষ তাহার জৈবিক দেহের সঙ্কীর্ণতা ও কামনার নাগপাশে বদ্ধ থাকিবে ততক্ষণ অসীমের সহিত মিলিত হইবার কল্পনা আকাশকুসুম মাত্র। নিজকে দৈহিক কারাগার হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেবত্বে আরোহণ না করা পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভব[১]? সমগ্র হিন্দুধর্মই হইতেছে, পশুত্ব হইতে দেবত্বে উত্তরণের উপায় আবিষ্কারের নিরন্তর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

অবশ্য, একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ঋষি, সাধক এবং শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু এই সবগুলি পথেরই গন্তব্যস্থল এক ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্মের এই সকল আপাত বিরোধী পন্থা ও মতবাদ সমূহের মধ্যে সমুদয় বিভেদ অন্তর্হিত হইবে।

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টির কারণগুলি আমরা প্রথম অধ্যায়েই বিবৃত করিয়াছি। প্রধান কারণ দুইটি—(ক) ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা ও (খ) অধিকার বাদ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে জন্মগত বৈষম্য অনস্বীকার্য্য; সুতরাং সকল মানুষের জন্য এবং সর্বস্তরে, একই ব্যবস্থা যুক্তি সম্মত হইতে পারে না। বৃদ্ধের উপযোগী পথ্য শিশুর উপর চাপাইয়া দিলে তাহার জীবন হানি হওয়াও বিচিত্র নহে। ইহা ব্যতীত, যে তত্ত্ব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে বা বাস্তব প্রমাণ সাপেক্ষ নহে, পরন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়, সেই বিষয়ে কোনও এক ব্যক্তির মতবাদকেই একমাত্র উপায় বলিয়া প্রচার করাকে চরম ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কি বলা যায়? হিন্দু ঋষিগণ তাহা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন; ইহা তাঁহাদের ব্যর্থতা বা কল্পনা বিলাস নহে,—অতীন্দ্রিয় জগতে প্রত্যেকের স্বাধীন গবেষণা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, এবং এই অভূতপূর্ব স্বাধীনতার সার্থকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে বিভিন্ন যুগের বহুবিধ পন্থাবলম্বী নিরীক্ষায় তাঁহারা একই লক্ষ্যে, একই গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছেন।

হিন্দুধর্মে মত ও পথ বহুবিধ হইলেও দিঙ্ নির্দেশক বর্ত্ম মাত্র দুইটি বলা চলে—প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক, বা প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তি মার্গ।[২] বর্ত্তমান আলোচনায় কিছু দূর অগ্রসর হইলেই আমরা দেখিব যে, এই দুইটি মার্গের মধ্যে চরম বিরোধ কিছু নাই, কারণ দুই এরই গন্তব্যস্থল এক, কেবলমাত্র অধিকার ভেদে বা আধ্যাত্মিক বিকাশের স্তরভেদে তাহাদের অনুশাসনের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রারম্ভে, তাহার প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী, এই দুইটির কোন্ পথে তাহার যাত্রা পরিচালিত হইবে তাহা স্থির হইয়া যায়। যদি নিষ্ঠার সহিত নিজ নিজ মার্গের কর্মসূচী পালন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দিন শেষে দেখা যাইবে যে, এই দুইটি ভিন্ন মার্গের পথিকদ্বয় একই লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং সেই অবস্থায় তাঁহাদের কার্য্য-ক্রমও অভিন্ন।

আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে প্রকৃতির মায়া বা অবিদ্যা[৩]। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান তাই, আমাদিগকে অমৃতত্ব হইতে

১। বৃ (৪।৪।৬)—'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'।

২। ম (১২।৮৮)— 'প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চিত করিয়া, অনিত্য দেহ এবং ততোধিক অনিত্য এই দেহের ভোগোপকরণ সমূহে আসক্ত রাখিয়াছে, এবং সেই আসক্তিই আমাদের জন্ম মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ করিয়া নিরন্তর রোগ-শোক-জরা প্রভৃতি অপার দুঃখের কারণ হইতেছে।[৩] অতএব সহজেই অনুমেয় যে প্রকৃতিকে জয় করিতে পারিলেই আমাদের সকল দুঃখের নিরসন, এবং আমাদের ব্রহ্মত্ব সম্পাদনের পথের সকল বাধা দূর হইতে পারে। হিন্দুধর্ম তাই প্রথম পাঠেই প্রকৃতি জয়ের জন্য দুইটি বিকল্প সমাধানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

(ক) প্রথম পথটি সহজ বুদ্ধিজাত—আমরা যদি ক্ষুধা-ব্যাধি-জরা (সম্ভব হইলে মৃত্যু) প্রভৃতিকে দূর করিবার শক্তি জয় করিতে পারি তাহা হইলে প্রকৃতি আমাদের আর কি দুঃখ দিতে পারিবে ? কিন্তু প্রকৃতজ সকল আধিব্যাধি নিবারণ করিতে হইলে চাই অসীম শক্তি, ঐশ্বর্য্য, বাস্তব বিদ্যার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

প্রবৃত্তি মার্গে তাই কামনা ও কর্মের প্রাচুর্য্য আছে। নিজের চেষ্টায় সব সম্ভব নহে বলিয়া স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করিতে হয় এবং এই 'দেহি দেহি' প্রার্থনার পরাকাষ্ঠা পাই আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অর্গলাস্তোত্রে—যেখানে মানুষের ঐহিক অভ্যুদয়, সুখ ও বিপদ্ নিবারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন কল্পনা করা যায়, সবই জগজ্জননী চণ্ডিকার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—রূপ, জয়, যশঃ, শ্রী, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুনাশ ইত্যাদি। বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদিও প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত।[৪]

এই মার্গে মানুষ সৎ বা পুণ্য কর্ম করিবে—ঐহিক সুখের জন্য তো বটেই, মৃত্যুর পরও স্বর্গ সুখ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। যে বিদ্যার দ্বারা মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না, এইরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনাকেও প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কারণ এই সকল বিদ্যাচর্চায় স্বর্গলাভ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না। অতএব 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা যে জ্ঞান লাভ করিলে অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যাইবে, তাহাকে 'পরা' বিদ্যা ; এবং বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এর পাঠ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে 'অপরা' বিদ্যা বলা হইয়াছে[৫]।

এইরূপে লোক কল্যাণের জন্য যজ্ঞাদি, দান বৃক্ষরোপণ, তড়াগাদি খনন, পান্থনিবাস নির্মাণাদি সুকৃতকর্মের দ্বারা দেহান্তে স্বর্গবাস হয়[৬] ; এমন কি দেবতাগণের ন্যায় সুখভোগ করা যায়[৭] তথাপি এই স্বর্গ সুখও চিরস্থায়ী হইবে না ; পুণ্যকর্ম্মফলও ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয় এবং একদিন সেই সঞ্চিত সুকৃতিভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গেলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মরদেহ ধারণ করিতে বাধ্য।[৬] অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গে মোক্ষলাভ হইবে না, একমাত্র 'ব্রহ্মসংস্থ হইলেই তাহা সম্ভব'।[৮]

(খ) কামনা এবং কর্ম যদি দুঃখ[৯] ও সংসারবন্ধনের কারণ হয়, তবে সমুদয় বাসনা ও কর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারিলে সব দুঃখের অবসান তো হইবেই, মোক্ষ প্রাপ্তিও আয়ত্তে আসিবে[৮]। ইহারই নাম নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাস।

৩। ক (১।২।৫) ; মু (১।২।৮)—'অবিদ্যায়ামন্তরে... যথান্ধাঃ'।

৪। মু (১।২।১—৭)...'মন্ত্রেষু কর্মাণি....পুনরেবাপিযন্তি'।

৫। মু (১।১।৪-৫)— 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—তদক্ষরমধিগম্যতে।

৬। মু (১।২।১০)—'ইষ্টাপূর্তং.....নাকস্য পৃষ্ঠে..... বিশন্তি।'

ছা (৮।১।৬)—'তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো.....পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে.....' ;

গী (৯।২০—২১)—'ত্রৈবিদ্যা...মর্ত্যলোকং বিশন্তি...'।

৭। ক (১।১।১২-১৮)—'স্বর্গে লোকে.....মোদতে স্বর্গলোকে'।

৮। ছা (২।২৩।১)—'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা.....ব্রহ্মসংস্থো-ঽমৃতত্বমেতি।'

গী (২।৪২—৪৪)—'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং..... সমাধৌ ন বিধীয়তে।'

৯। গী (৫।২২)—'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এবতে'.....।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির বিধানে আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয় বহুমুখী[১০] এবং এজন্যই আমরা স্বীয় হৃদয়ে অবস্থিত অনন্ত আনন্দের উৎস পরমাত্মাকে দেখিতে পাই না,[১১] এবং অনিত্যসুখের বিষয়বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে ঘুরিয়া মরি। অতএব এই শাশ্বত দুঃখসমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে ইন্দ্রিয়গুলিকে তাহাদের সমস্ত কাম্য ও ভোগ্য বিষয়বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী করা[১০]। যে পথে গেলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহাকেই নিবৃত্তি মার্গ বলে।

কিন্তু, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, দেহধারীকে ন্যূনতম হইলেও কিছু পরিমাণ ইন্দ্রিয় চালিত কর্ম করিতেই হইবে, যথা আহার মল-মূত্র ত্যাগ। যদি ইহার প্রত্যেকটিই পরিণামে দুঃখ বা বন্ধনের কারণ হয় (কারণ, প্রত্যেক কর্মের কিছু না কিছু ফল হইবেই), তবে তাহা নিবারণের উপায় কি?

নিবৃত্তিমার্গ, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি উপায় বিধান করিয়াছেন :

(১) ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগের উপকরণ মনে না করিয়া, কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম কিন্তু পরিমিত ব্যবহার করিতে হইবে[১২]।

(২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ চিরস্থায়ী নহে, তাহাতে শাশ্বত দুঃখের নিরসন হইবে না,[১৩] এই জ্ঞান জন্মিলে ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষুধা কমিবে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ বা কর্মের প্রতি আসক্তিও লুপ্ত হইবে।

যাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে, তিনি আর বাহ্যবস্তু হইতে সুখ আহরণ করিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ তিনি নিজ অন্তঃকরণ হইতেই অসীম আনন্দ লাভ করিয়া আত্মারাম[১৪] বা ভূমানন্দ হইয়াছেন।

৩) যেটুকু কর্ম করিতেই হইবে, তাহা পদ্মপত্রে নীরের ন্যায়[১৫] অনাসক্ত থাকিয়া, এবং কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ[১৬] করিয়া সম্পন্ন করিবেন। কারণ, যে কর্ম কামনা চালিত হইয়া করিলে 'প্রবৃত্ত' কর্ম হয়, সেই কর্মই জ্ঞান পূর্বক নিষ্কাম হইয়া করিলে 'নিবৃত্ত' কর্ম হইয়া মুক্তিলাভের সহায়ক হয়।[১৭] সুতরাং নিবৃত্তি মার্গের উদ্দেশ্য নৈষ্কর্ম্য (বা কর্মহীনতা—যাহা অসম্ভব) নহে,—নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন,—ইহাকেই গীতায় প্রকৃত সন্ন্যাস বলা হইয়াছে।[১৮]

(৪) কামনাহীন হইবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটেও কিছু প্রার্থনা করিবেন না[১৯]। পুত্র বিত্ত, লোক সকল কামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন[২০]।

(ক্রমশঃ)

১০। ক (২।১।১)—'পরাঞ্চি খানি··· ···অমৃতত্বমিচ্ছন্ গী (২।৫৮) যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ·····।

১১। ক (১।৩।১১-১২)—'মহতঃ···সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।'

১২। গী (৪।২১)—'নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা···শারীরং কেবলং কর্ম্ম···'।

(৬।১৬-১৭)—'নাত্যশ্নতস্তু·····যুক্তাহারবিহারস্য·····যুক্তস্বপ্নাববোধস্য···দুঃখহা।'

১৩। ছা (৭।২৩।১)—'····নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।'

১৪। গী (৫।২১-২৪)—'বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা·····যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম·····'।

১৫। ছা—'যথা পুষ্করপলাশ আপো....কর্ম ন শ্লিষ্যতে।' এই মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি আমরা পাই গীতার ৫।১০ শ্লোকে—'... লিপ্যতে···পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।' ইহা 'কর্মযোগ' প্রসঙ্গে বিস্তারিত হইবে।

১৬। গী (৫।৮-৯)—'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি.... ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু···ধারয়ন্।'

১৭। ম (১২।৮৯-৯০)—'ইহ চামুত্র···ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ।'

১৮। গী (৫।২-৩)—'সংন্যাসঃ··· জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী....প্রমুচ্যতে'; (১৮।৭-১১)—'নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ····স ত্যাগীত্যভিধীয়তে'।

১৯। ক (২।১।২)—'···অথ ধীরা····ন প্রার্থয়ন্তে'।

২০। বৃ (৪।৪।২২)—'এতমেব প্রব্রাজিনো····· প্রব্রজন্তি.....।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহিত্যে রূপকথা

শ্রীমতী জয়শ্রী মল্লিক

সাহিত্যের দরবারে রূপকথার স্থান কোথায় এবং উপযোগিতা কি? এই নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে বহুবার। বাংলা সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্রে রাক্ষস খোক্ষসের গল্প এবং দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার কথা পড়তে গিয়ে মনে হয় বুঝি এক অবাস্তবতার অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মনে হয় এ এক অপ্রয়োজনীয়ের আনন্দে সৃষ্ট অদ্ভুত অস্বাভাবিক কথাসাহিত্য। যার কোনও মূল্য নেই সাহিত্যের মহান মার্জিত সভায়।

কিন্তু আমাদের এই ধারনা যে কতোবড়ো ভুল এবং নিছক অর্থহীন অবিচারে ভরা সেকথা একটু চিন্তা করতে গেলেই ধরা পড়ে। শিশুর Growing mind এর সঙ্গে এক অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এই 'রূপকথা' নামক অমূল্য সাহিত্যসৃষ্টি। শিশুমন যখন ফুটে উঠছে তার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে, আশ্চর্য হচ্ছে প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যে, আকাশে মেঘের খেলা দেখে গড়ে চলেছে এক অচিনপুরীর প্রাসাদ, পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন তাকে দিচ্ছে দোলা, তখন রূপকথা তার সেই কল্পনার জাল বিস্তারে করে এক অকৃপণ সাহায্য। সে অবাক হয়ে দেখে কে এক অজ্ঞাত বন্ধু লেখক তার কল্পনাকে করেছেন বাস্তবে রূপায়িত। সে পড়ে আর আশ্চর্য হয়, আনন্দিত হয়। তাই মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে সে বসে থাকে রূপকথার রাজত্বে। রাজপুত্র যখন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বন্দিনী রাজকন্যা উদ্ধারে যায় তার মনও উড়ে চলে কোন এক নিরুদ্দেশের পানে। অসীম কৌতূহলে অবাক আগ্রহে সে ধৈর্য্য ধরে থাকে পরের ঘটনা জানার জন্য। রূপোর কাঠি সোনার কাঠির স্পর্শে যখন রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গে তখন সেও ফেলে মুক্তির নিঃশ্বাস। শিশু অনুভব করে বন্দিত্বের যন্ত্রণা ও মুক্তির আনন্দ।

এদিকে রূপকথার গল্প এগিয়ে চলে—কোথাও বাঁদর হয় রাজপুত্র কোথাও বা ফুল হয়ে ফুটে থাকে রাজপুত্র রাজকন্যারা। সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর গল্প পড়তে গিয়ে দুয়োরাণীর দুঃখে সে কাঁদে, সুয়োরাণীর নির্মমতায় কষ্ট পায়। এইসকল নানারকম মিশ্রিত অনুভূতি তার মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

রূপকথার সহজ সরল ভাষা এবং বর্ণনা শিশুকে সহজেই আকৃষ্ট করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্ট হয় পড়ার আগ্রহ, অভ্যাস এবং মনঃসন্নিবেশের শক্তি। অনেক সময় গল্প বলার মাধ্যমে রূপকথায় অনেক উপদেশেরও সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়—লোভের শাস্তি, নিরপরাধের পুরস্কার ও অন্যায়ের নিদারুণ পরিণতি। এইভাবে রূপকথা শিশুর চরিত্র গঠনেও সাহায্য করে।

সুতরাং শিশুসাহিত্য হিসাবে রূপকথা একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। শিশুমনে এর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে দেশে দেশে কালে কালে। সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রূপকথার কথা ও কাহিনী প্রচলিত ছিল প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই। ভারতবর্ষেই সভ্যতার গোড়াপত্তন। সুতরাং বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে এই রূপকথার শুরু। ক্রমে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে অন্যতম মিশরীয় সভ্যতায় এর উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালিপিতে ও পর্বতগাত্রে। পাশ্চাত্যের ফ্রান্স, স্পেন, স্কটল্যাণ্ড, গ্রীস প্রভৃতি দেশে এখনও নানারূপ রূপকথার প্রচলন আছে। সুদূর প্রাচ্য অর্থাৎ চীন ও জাপানের রূপকথা আজও সকলের মুখে মুখে ফেরে। ইংরাজী Aesop's fable ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণেই লিখিত উপদেশ সম্বলিত রূপকথার গল্প।

সুতরাং সর্বদেশে সর্বকালে রূপকথা রচিত হওয়ার একমাত্র এবং অন্যতম কারণ এই বলা যায় যে, চিরন্তন শিশুমনের স্বাভাবিক, সরল রঙিন কল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক অপূর্ব অভূতপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি। রূপকথার সাহিত্য মূল্য যেমন কোনও বিচারের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা অসম্ভব তেমনই অবান্তর বলে মনে হয়। 'এ' যেন সাহিত্যের বিশাল দরবারে প্রবেশের অথবা উপনীত হবার চাবিকাঠি স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলমাধবের টানে

যোগদাপুরী

আমরা চলেছি পুরীর মন্দিরে মন্দিরে। আকাশ ছুঁয়ে দেব দেউলে জয় পতাকা উড়ছে। সকলে পূর্ব দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বিরাট বিরাট পাথরের সোপানগুলি পার হয়ে বিস্তৃত আঙ্গিনা পারিয়ে জগন্নাথকে চাঁপাফুলের মালা পরিয়ে সেদিন পূজা করলাম, বিমলা মন্দিরেও দিলাম একছড়া লাল পদ্মের মালা। যড় ভূজ মন্দিরে গিয়ে দেখি গৌরাঙ্গদেব সেদিন সেজেছেন রাধারাণী সাজে গ্রাম্য মেয়েদের মত হলদে সুতীর শাড়ী পড়ে বেণী ঝুলিয়ে কলসী কাঁখে করে যেন জল আনতে যাচ্ছেন। ভারী ভালো লাগলো এ যেন বেণী বিনোদিণী রাধা। নীল সবুজ হলদে রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ দেবের তিনটী রঙ্গ দিয়ে যড়ভুজ বিগ্রহটী। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে জগন্নাথ ক্ষেত্রধামে একটী বটবৃক্ষে প্রণাম করলাম, ডালে ডালে রঙ্গীণ কাঁপড় বাঁধা। যে যা মানসিক করে সেই প্রার্থনা সফল হয়। সূর্য দেবতা তখন মধ্য গগনে, আমরা ফিরে এলাম এবার আপন আলয়ে।

এদিকে রোজকার মত ঘোষ মহারাজের নাতি বায়না ধরে সমুদ্রে চান করবে। মায়ের শাসন শুনবেনা। এক একদিন এসে চুপি চুপি নালিশ করবে মায়ের কাছে এসে ঐ দেখ মা সতীমাকে বলে দাও মণ্টু মামু সেই তখন থেকে চান করছে। ওকে বকে আসবে, আবার বায়না ধরে আমাকেও নিয়ে চল চান করবো। তার ঝোঁক করা দেখে চিতু নিয়ে গেল তাকে টানতে টানতে সমুদ্রের দিকে তার সঙ্গে চিত্রাও চান করলো, অরুণদা এদিক থেকে সাবধান করে রোজ রোজ ঐ রকম সমুদ্রে সাঁতার কাটা দেখে, একদিন বলেন গতবার এই পুরীতে আমরা যখন এসেছিলাম, সবাই সেদিন সমুদ্রে তীরে গেছে ঠাকুর আমাকে ভোর থেকেই সাবধান করে দিয়ে ছিলেন আজ একটু জপ করবি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনি সুহাস সুধনদার ও সকলের মুখে, অমল সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলো আর একটু হলে একেবারে গভীর জলের দিকে তলিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে সুলিয়ারা টিউব বেলট দিয়ে সাঁতার কেটে নিয়ে এল। ঠাকুরের খুব কৃপা ঐ কারেণ্ট থেকে চলে আসতে পেরেছে সাঁতার কেটে। গীতাদি আমি বলি হ্যাঁ সেবার আমরাও সমুদ্র তীরে ঠাকুরের মূর্ত্তি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি সমুদ্রের ঢেউ এসে আমাদেরও ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল এই বলে সকলে খুব হাঁসতে লাগলাম।

সেদিন স্নিগ্ধ সকালে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখি শ্যামরূপের ছায়া সমুদ্রের জলে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায় সকলে একে একে স্নান পূজা সেরে নিয়ে মন্দির পথে রওনা হই। বেলা দ্বিপ্রহর হতে চলে আসি সেখান থেকে নিজেদের আলয়ে এসে শুনি মণ্টু আজ কোলকাতা যাবে বিকেলের ট্রেনে তারই চলে প্রস্তুতি। সকলে আমরা আহারাদি সেরে নি, ঘোষ মহারাজ বলেন একসঙ্গে যখন এসেছি এক সঙ্গে ফেরা যাবে তাঁর ছোট্ট নাতি ও ছাড়েনা বলে মণ্টু মামু আমাকে সমুদ্রে চান করাবে, মণ্টু বলে স্কুল খুলে গেছে অমলদারাও বোধ হয় এতদিন তীর্থ থেকে ফিরে এসেছে আমাকেও কোলকাতা যেতে হবে।

এমন সময় মন্দির থেকে পাণ্ডাজী এসে হাজির জগন্নাথের নির্ম্মাল্য নিয়ে। সতীমা ও আমরা কোলকাতা আশ্রমের জন্য প্রসাদ পুষ্প ঠিক করে দিলাম। কাশীপুর বাটীতে বিশেষ ভাবে কটিকদার পূজা দেওয়া হয়েছিল সেগুলিও গুছিয়ে দেওয়া হোল। মধ্যাহ্ন প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলে এদিকে আকাশেও দেখা গেল মেঘের ছায়া, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে সুরু করলো। আবার সেই পথ দিয়ে একটি শবদেহও নিয়ে পেড়িয়ে গেল। ঘোষ মহারাজ আনন্দদা, অরুণদা আপত্তি জানান আজ কোন মতেই যাওয়া হবেনা, শেষে ঘোষ মহারাজ এগিয়ে এসে বলেন তবে জয় পত্র হোক। মণ্টু বলে না না কিছু ভয় নেই তখন পাণ্ডাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগিয়ে এসে জগন্নাথের পট্ট ডোর গলায় পড়িয়ে দিয়ে বলেন আপনি নিশ্চিন্ত ঘুরে আসুন রক্ষা কবচ পরিয়ে দিলাম তার কথা শুনে সকলে হেসে ওঠে। মন্টু সকলকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠলো, আমাদের ঠাকুর জয় দিয়ে। গাড়ীও ছাড়লো, এদিকে তখন সমুদ্রে আকাশেও নেমে গেছে বাদল ধারা।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেছে ঝকঝকে হয়ে উঠে চাঁদ আর উজ্জ্বল তারা, কল্যাণ টাপের মত যেন মিষ্টি হাসে। মন্দিরে জ্বালিয়ে দি প্রদীপ ধূপ। পূরবী সুরে গেয়ে যাই সকলে সারদে শিবে ত্রিনয়ণী নাম। এদিকে ডাক আসে, জগন্নাথ মন্দিরে যাবার জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে প্রস্তুত হয়েনি। কিন্তু বাইরে বেড়িয়ে দেখা গেল আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টিও সুরু হোল, জগন্নাথ মন্দিরের যাবার পথ রুদ্ধ দেখে সকলেই বসে পড়ি বিষন্ন হয়ে, কেউ মন্দিরে কেউ ঘরে কেউ বারাণ্ডায় এসে চেয়ারে বসে পড়ি বৃষ্টি ভেজা সমুদ্রের দিকে। কেটে যায় একটা নিশ্চুপ বাদল বেলা। জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হোল না বলে অভিমান ও আসে আজকের এই ব্যবধান যেন আরও বেদনায় ভরে তোলে, মনে হয় জগন্নাথের কাছে বসে শোনাই আরও গান দুচোখ ভরে চেয়ে থাকি তোমার ঐ রূপে।

আঁধারের মাঝে বাজে একটী সুরের গান
সঘনে ডাকে দেয়া
গাহে গো বন কেকা
নিভৃত দুখ কোণে
হে সখা আমি একা।...

দুচোখ ভরে জল আসে গাইতে গাইতে। আবার গেয়ে যাই, গান করি দেবতার আবাহনী

প্রদীপ যায় নিভে
হে প্রভু প্রিয়তম
আঁধারে এস যদি
নীরব নিরুপম
দুখের দীপ জ্বালি
চুমিব পদরেখা।

(শ্রীঅর্চ্চনাপুরী রচিত)

কিছুক্ষণ মধ্যে আমরা চমকে যাই সহসা তুলসী আর কর্পূরের সুগন্ধ পেয়ে, জগন্নাথের কৃপার ঝলকে মনটা আনন্দে ভরে উঠলো, তবে তিনি এসেছেন আমাদের কাছে, মনে পড়ে যায় সেবারের পুরীধামে জগন্নাথের কৃপার কথা, একদিন আমরা মন্দিরে যেতে পারিনি সাঁঝের আঁধারে সকলে বসে ধ্যান করছি এমন সময় সমস্ত জায়গাটা সুজির পায়সের সুগন্ধে ভরে উঠলো রুবীদি আমি গীতাদি চমকে উঠি। সেদিনই দেখা গেল রাত্রে জগন্নাথের পায়স ভোগ হয়েছে পাণ্ডাজী নিয়ে এসেছেন প্রসাদ। সুমনাদি অর্চ্চনাদি একদিন ঠাকুরকে সুজির পায়েস ভোগ দিতে বললেন, রুবীদি আমি করেও দিলাম রামপ্রসাদ ভূপেনকা সুহাসদা এঁরা প্রসাদ পেয়ে বলেন ঠিক জগন্নাথের পায়েসের মত। ঠাকুরের কৃপার কথাগুলি আমরাও কোলকাতা আশ্রমে অমলদা মাণিক জ্যাঠাদের জানাতাম। যেন মনে হোত ঠাকুর আমাদের মাঝেই আছেন। কথায় কথায় বেশ রাত্রি হয়ে যায় সমুদ্রে বর্ষার ছবি দেখে এসে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

ভোর থেকেই দেখা গেল আকাশে আলোক রেখা কিন্তু আবার বৃষ্টি নামলো। সকলেই ভাবি তবে আজও কি জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হবেনা। মেঘলা মেঘলা দিন দেখে তাড়াতাড়ি স্নান পূজা সেরে নিয়ে আমি শ্রীক্ষেত্র ধামে সংকল্প নিয়ে লক্ষ জপে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল রোদ উঠেছে, অরুণদা ঘোষ মহারাজ বল্লেন তবে আজ আমরা টোটা গোপীনাথ দর্শন করে আসি, সতীমা গীতাদি আমি বললাম গোপীনাথ আমরা দর্শন করে এসেছি বরং যারা যায়নি দেখে আসুক, শোভামা শচীমা চিতু আনন্দদা অরুণদার সঙ্গে বেড়িয়ে পড়লেন।

সারাদিন পর আমার জপ সমাপণ হোল, এদিকে এরাও ফিরে এসেছেন গোপীনাথ দর্শন করে সতীমা গীতাদি আমাদের ভালো করে দুধ দিয়ে চা খাওয়ালো, সকলে একসঙ্গে তখন জোট বেঁধে শুনতে বসেছি গোপীনাথ দর্শনের কথা। ঘন বনের ছায়া পারিয়ে শীতল স্নিগ্ধ তরুর নীচে একটী সুন্দর মন্দির ঠাকুরটী কুচকুচে কালো বরণ হলেও মুখটী ভারী মিষ্টি একটী বাঁশী হাতে করে বিজন মন্দিরে চুপটী করে দাঁড়িয়ে আছেন যেন কার প্রতীক্ষায়। পাণ্ডাজী বস্ত্রের আবরণটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরিয়ে দেখালেন অনেকে বলেন সোনার বরণ গৌরাঙ্গের এইখানেই প্রাণটী এসে মিশে যায়। শুনতে শুনতে আমাদের চোখে জল এল, আমরা বললাম হ্যাঁ সেবারে আমরা গিয়েছিলাম মনে হচ্ছিল না যে আমরা ফিরে আসি ওইখানেই রয়ে যাই।

এদিকে আকাশে চাঁদের আলো দেখতে পেয়ে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে রওনা হোলাম, ভিজে ভিজে পথ পেরিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে এসে হাজির, সেদিন যেন শত যাত্রীদের মাঝ দিয়ে আমাদের পথ উন্মুক্ত হয়ে আছে, সিক্ত সোপান-গুলি পার হয়ে চাঁপা বেলফুলের মালা কিনে নিয়ে ছুটে এসেছি প্রভুর দেউলে কাছে দাঁড়াতেই অনুভব হোল জগন্নাথ যেন আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, তাঁর করুণায় আমাদের বুঝি কাছে টেনে নিল। আমরা ফুলের মালা পরিয়ে আনন্দে ফিরে এলাম নিজেদের স্থানে, রাত্রে তখন পূর্ণ চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের অতলান্তে।

সীমা আর অসীমা

স্বামী হীরানন্দ

আমার ছোট্ট ঘরে বসে বাতায়ন পথে
দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়েছিলাম দূরে
ঐ উধাও নীল নিঃসীমে—
ব্যাকুল প্রাণে দুহাত বাড়িয়ে যতই
ধরতে চেয়েছিলাম ঐ আকাশটাকে
ততই সে সরে গিয়েছে দূরে অনেক দূরে।
না-পারা না-পাওয়ার ব্যথা
বাড়িয়েছে শুধু অতৃপ্ত তৃষ্ণা বুক জুড়ে।
তবু সতৃষ্ণ নয়নে তার পানে চেয়ে
বসেছিলাম তার উদার পরশ একটু
পাওয়ার ব্যাকুলতায়।
মনে প্রশ্ন ওঠে গুমরে—
কেন? কেন এমন হয়?
মনে হয় সে আমাদের ডাকে—
পেতে চাই তাকে বুকের মাঝে
হাতের মুঠোয়।
তবু, তবু কেন তাকে হয় না পাওয়া।

বুকের কোণে বেড়েই চলে
অসীমকে না-পাওয়ার কান্না
হঠাৎ দেখি—আমার "আমি" উঁকি দেয়
কান্না ধোয়া বুকের আঙিনায়
ব্যঙ্গ হাসি হেসে।
বুঝেছি—আমার "আমিই" তুলেছে
হিমাদ্রি প্রাচীর
অসীমের সাথে মিলনের পথে।
ভেঙে দাও "আমি"র হিমালয় বাধা
শূন্য করে নিঃশেষে মেলে দাও
বিলিয়ে দাও নিজেকে সবখানে সবার মাঝে—
দেখবে তখন, তোমার ঐ ছোট্ট ঘরেই
তোমার ছোট্ট বুকে আকাশ উদার বিস্তৃতি।
তোমার বুকের অনন্ত প্রসারে
জাগবে তখন সত্যানন্দ আলোর আকাশ
অসীম অপার!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা

শ্রীশরণাপুরী

মাগো আমায় দে সাজিয়ে
দে না গো দ্বার খুলে
দেখ না চেয়ে শ্যামল বঁধু
দাঁড়িয়ে পথের ধুলে।
মা গো আমায় দে ছেড়েদে
দে না আশিষ মাথে
ডাকছে আমায় শ্যামল বঁধু
যাব তাহার সাথে।
মা গো আমায় দে শিখিয়ে
একটি মধুর গান
ক্লান্ত যখন শ্যামল বঁধু
ভোলাব তার প্রাণ।
মা গো আমার দে আঁচলে
একটি রাখী গাঁথি
চাইলে দেবো শ্যামল বঁধু—
দখিন হাতে বাঁধি॥

বিরহী

স্বামী মৃগানন্দ

য়ে না পুছো ম্যাঁয় ক্যায়সা হুঁ
ম্যাঁয় সত্যানন্দ কা প্যাসা হুঁ।

চৈতী হওয়াকা ঝোঁকা আয়া
সুখে পত্তে উও ঝরায়া
নঈ কলিকী আশানে ফির
হরিয়ালী কা রঙ রচায়া
পর মুঝে ন মিলা ভরোসা কুঁ্য।

আও বাদল পকড়ো হাথ
রাহী ম্যাঁয় তুম রহনা সাথ
আঁসু ছিপাউ সিসকী রোকুঁ
সীনেকী অগন জলে দিনরাত
হায় ন পুছো এ্যায়সা কুঁ্য।

তোকে ভালবাসি বলে

সুধেন্দু মল্লিক

তোকে ভালোবাসি বলে কারো কাছে নত হতে পারবোনা
তোকে ভালোবাসি বলে কারো কাছে দাঁড়াতে পারবোনা
স্পর্ধায়
তোকে ভালোবাসি বলে কাউকে বলতে পারবো না—কেন,
তোকে ভালবাসি বলে কাউকে করবোনা ত্যাগ বা গ্রহণ।

দুবাহুর অনন্ত মালায়
আমি এমনি বন্দী অথবা মুক্ত হয়ে আছি,
যেমন মাঠের মাঝখানে স্বাধীন সরোবর, যেমন
সরোবরের বাইরে প্রসন্ন প্রান্তর। নীলাভ আকাশ
দুলে ওঠে তীব্র বিরহ মিলন চিহ্নিত পবনে।
বৃষ্টি ভেজা অরণ্য পথ আজ কতো স্পষ্ট স্বচ্ছন্দে চলে গেছে
তুষার কিরীট পর্বতের দিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ-মঙ্গলম্

সাধনাপুরী

৩রা জুন, ১৯৬০

করুণাময় শ্রীঠাকুর প্রতিদিনের মত পশ্চিমের বারান্দায় সাধু ও গৃহীভক্ত বেষ্টিত হয়ে আছেন বসে। অখণ্ড হোম উপলক্ষে এসেছেন যে সাধুগণ তাঁরাও আছেন আর এই আশ্রম বাসী সাধুগণও অনেকেই আছেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে আছেন জয়, সতেন বাবু ও দ্বিজেন সেনগুপ্তের দাদা মণিবাবু প্রমুখ কয়েকজন। সিউড়ির শিক্ষক রাইমোহন বাবুও আছেন।

শ্রীঠাকুর—জপের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। এক আছে নিস্তরঙ্গ মনে শুধু নিরন্তর জপ করে যাচ্ছে তখন আর ধ্যান হচ্ছেনা শুধুই জপ, আর হচ্ছে ইষ্ট চরণ চিন্তা করে জপ করে যাওয়া, এসব গুলো শাস্ত্রে বা সাধক জীবনীতে পাওয়া যায়। আর আমার কতকগুলো জপের পদ্ধতি মনে হয় যেগুলি আমি করেছি। মনটাকে এই জগৎ transeend করে রামকৃষ্ণ লোকে তুলে দিয়ে জপ করে যাওয়া আবার কখনও শরীরের প্রতিটি cell জপ করছে নোখ, আঙ্গুল, চোখ, হাত, পা, প্রতিটি শিরা-উপশিরা, অঙ্গ, প্রতঙ্গ শরীরের প্রত্যেকটি cell অর্থাৎ কোষ জপ করছে এ জপের তীব্র অনুভূতি এ আমি করেছি,

রাইমোহনবাবু—এটি কি করে সম্ভব? জপ তো মনের মধ্যে শুধু একসঙ্গে একটি পদ্ধতিতেই হয়?

শ্রীঠাকুর—এ দীর্ঘ সাধনা সাপেক্ষ গভীর চিন্তার মাধ্যমে করতে হয় ইষ্ট-মন্ত্র অসংখ্য রূপে শরীরের প্রতিটি cell এর মধ্যে জপ হচ্ছে এই চিন্তা তীব্র ভাবে করতে করতে অখণ্ড নামের এক গভীর অনুভূতি হয়—

বীরেনকাকা, মানিকজ্যাঠা, প্রেসিডেন্ট মহারাজ সুহাসদা বিমলদা প্রমুখকে উদ্দেশ করে—

শ্রীঠাকুর—মনে আছে এই পদ্ধতিতে তোমাদের অনেককেই এসব করে দেখিয়েছি—

সকলে—হ্যাঁ ঠাকুর, ঠাকুর তো করেছেন আবার আমাদেরও করিয়েছেন, ঠাকুরের কৃপায় আমাদের ও কিছু কিছু ওই অনুভূতি হয়েছে।

শ্রীঠাকুর—তারপর আমি যেখানে বসে আছি তার প্রতিটি অনু পরমানু জপ করছে—এসব আমি অনেককে পরীক্ষা করে দেখিয়েছি মনে আছে সত্যেন? (সত্যেন বাবুর প্রতি)—

সত্যেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর, আপনি এটি আমাকে দেখিয়েছিলেন—সিউড়ী আশ্রমে একদিন এই প্রসঙ্গ হয়েছিল তাতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম সে কি করে সম্ভব। তাতে আপনি বলেছিলেন, 'কেন সম্ভব নয়—সবই তো চৈতন্যময়। তবে প্রকাশ ভঙ্গী তারতম্য আছে।' আর বলেছিলেন 'আমি জপ করে যাচ্ছি তুমি মন্দিরের বারান্দার থাম, দরজা, দেওয়াল, মেজে স্পর্শ করে দেখ।' ঠাকুর আমি কিছু সন্দিগ্ধ মন নিয়েই পরীক্ষা করেছিলাম তা আপনার কৃপায় আমার উপলব্ধি হয়েছিল ঠাকুর, সত্যিই সব জপময় হয়ে রয়েছে, জপের গভীর vibrationএ থাম ইত্যাদি সবই vibrate করছে, আপনার জপের vibration এত তীব্র, এত গভীর।

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ মনে পরেছে।

সাধুদের অনেকেই—ঠাকুর, এতো আপনার কৃপায় কয়েক বারই অনুভব করেছি।

শ্রীঠাকুর—এই Process এ জপ আমি করতাম তার কারণ আছে—সব সময় তো মনকে খুব একাগ্র-একমুখী করে ধরে রাখা যায় না—অথচ ভগবৎ নামে ধৃতি প্রয়োজন—এজন্য একঘেয়েমি যাতে না আসে আর জপের Personality intensity, force এসব যাতে গড়ে ওঠে, মন আনন্দ পায় তার জন্য নতুন নতুন Process এ জপ করলে খুব কাজ হয়। আর এই রকম জপসিদ্ধ মহাপুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা সাধকের কাছে গেলেই সাধারণ মানুষও ভগবৎ মুখী হয়ে যায়।

সাধুদের অনেকেই—ঠাকুর, আপনার কাছে এলেই আমাদের বেশ জপ হয়—অন্য সমস্ত জায়গার চেয়েও আপনার কাছে বেশী জপ হয়।

এরপর শ্রীঠাকুর সমীরকে ভারতের সাধক পাঠ করে শোনাতে বললেন—সে বেশ ভাল পাঠ করে সেজন্য। বেশ কিছুক্ষণ ভারতের সাধক পাঠ হওয়ার পর বললেন—

শ্রীঠাকুর—তোমাদের কারোকে কারোকে রোদে বসে জপ করতে বলেছিলাম—

তারানন্দ—হ্যাঁ ঠাকুর বসেছিলাম।

অমল—হ্যাঁ ঠাকুর বসেছি—

গদাই, শ্যামল, পূর্ণ—হ্যাঁ ঠাকুর বসেছি।

শ্রীঠাকুর—দেখ মনের যেদিকে গতি তোমার জীবনের গতিও সেই দিকেই যাবে। যদি রসগোল্লার বাসনা মনে থাকে তার তখন ঠিক খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে হবে—আর যেতে যেতেই ঢুকে পরলে আর রসগোল্লা খেতে সুরু করলে। যাদের মাংসের কথা মনে পড়ে ক্রমাগত মনে হতে হতে তারা মাংসের দোকানে বা হোটেলের দিকে দৌড়বে। (তারানন্দের প্রতি) মাঝে মাঝে এগুলো বিচার করবিরে—সাধু হওয়া অত সহজ নয়। আহার, নিদ্রা বিলাসিতা, সংসার বন্ধন এসব বহুযুগ ধরে অভ্যাস করে করে এমন করে সংস্কার গড়ে ওঠে যে এর বাইরে মন উচ্চচিন্তা নিয়ে থাকতে পারে না—বেশীর ভাগ মানুষের মন হাপিয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবৎ লাভ করতে গেলে, সন্ন্যাসী হতে গেলে, তপস্যা করে করে, প্রার্থনা করে করে, শুভ সংস্কার ত্যাগমুখী সংস্কার গড়ে তুলতে হবে।

চায়ে চিনি খাওয়া, মিষ্টি সন্দেশ এসব খাওয়া সাধু জীবনে কতখানি উচিৎ সে সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বললেন—

শ্রীঠাকুর—দেখে চায়ে একটু চিনি খেলে এমন কিছু আসে যায় না—তবে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর প্রথম দিকে কয়েকবছর বেশ কঠোরতা করতে হয়—যাতে ভোগ মুখী মনটা switch off হয়ে যায়—আর আমার নিজের ক্ষেত্রে দেখ কোন মিষ্টিও খাইনা—চা ও খাইনা চায়ে চিনি খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না মনে। সন্দেশ রসগোল্লা অবশ্য বেশীরভাগ সাধুদের ক্ষেত্রে খাওয়া উচিৎ নয়—তবে বয়স্ক সন্ন্যাসী বা দুর্ব্বল শরীর যাদের তারা দুএকটা মিষ্টি খেতে পায়। কিন্তু সাধারণভাবে সাধুদের সুস্বাদু বা খুব মুখরোচক আহার মিষ্টি ইত্যাদি বা খুব energetic আহার শরীরে দেওয়া উচিৎ নয়—বেশী energy সৃষ্টিকারী আহারে সাধুদের ক্ষতি হয়—তাদের তো বেশী energyর দরকার নাই—সাধুর শরীরে বেশী energy হলে মন নীচের দিকে নামতে সুরু করবে। সাধুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা। সাধুর বেশী মসলা দেওয়া আহারও ঠিক নয়—দুধও বেশী খাওয়া ঠিক নয় অবশ্য গ্যাসট্রিকের রোগীদের কথা আলাদা। আর মাছ মাংস তো কথাই নাই ওতে extra energy grow করবে আর মনের চাঞ্চল্য এনে দেবে।

তাছাড়া দেখ সুস্বাদু আহার দামী, আহার এসবের অভ্যাস যদি ছাড়তে না পারা যায় তাহলে তার জন্য অর্থের প্রয়োজন আর চেষ্টারও প্রয়োজন। তাহলে কতটুকু সময় তুমি ধর্ম্মচিন্তা, ভগবৎ চিন্তা করবে ভগবৎ নির্ভরতাই বা আসবে কি করে? মনও উপদ্রবহীন, বিষয় চিন্তাহীন হতে পারবে না। সেজন্য উচ্চচিন্তা বা ভগবৎ চিন্তা করতে গেলেই plain living প্রয়োজন।

দীর্ঘদিন তপস্যা করে যেগুলো বুঝেছি বললাম তোমরা যতটা পারবে নেবার চেষ্টা করবে।

ইত্যাদি কথার পর গীতা, কথামৃত পাঠ ও নামান্তে শ্রীঠাকুর উঠলেন।

৪ঠা জুন, ১৯৬০ (দ্বিপ্রহর)

আজ কয়েকদিন হল অখণ্ড হোম সুরু হয়েছে সকাল সাড়ে আটটা থেকে (আমাদের ও মায়েদের) ও সন্ধ্যা সাড়ে আটটা থেকে ত্যাগী সন্তানদের হোমের পালা। তাই আমাদের হোমের সময় নামও পাঠে যোগ দেবার জন্য ভক্তবাড়ীর মায়েরা ও মেয়েরা প্রায় রোজই আসছেন। শ্রীঠাকুর তার মন্ত্র শিষ্য ও শিষ্যাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান খুব ভালবাসেন সেজন্য শ্রীঠাকুরের ইচ্ছাতেই তাঁরা বেলা নয়টা নাগাদ ছুটে আসেন। স্থানীয় বা কাছের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত মায়েরা ও মেয়েরা তাঁরা দুপুরে গৃহকর্ম সেরে হোমে আসেন। আজ অন্যান্য ভক্ত মায়েদের সঙ্গে অমিয় দাসের সহধর্ম্মিনী ও মেয়েরা এসেছেন শ্রীঠাকুর তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলছেন—

শ্রীঠাকুর— সব কুশল তো মা ?

বিভামা—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর আপনার কৃপায় ভাল। ঠাকুর আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন মেয়েদের পড়াশোনা ভাল হয়—পরীক্ষার ফল ভাল হয়।—

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ মা ঠাকুরকে ডাক আর মেয়েরা তো বুদ্ধিমতীও বটে আর চেষ্টাও আছে।

অমিও বাবুর মেয়েরাও কয়েকজন পড়ায় সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানালো। অন্য ভক্তবাড়ীর মায়েরাও সন্তানদের চাকরী ও পড়া ও পরীক্ষায় পাশের প্রার্থনা জানালো।

শ্রীঠাকুর—(সকলের প্রতি) দেখ শুধু পাশের জন্য বা চাকরী ইত্যাদির জন্য ঠাকুরকে ডাকা এটি ঠিক নয়—পড়া তো পাশ করলেই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মানুষ হওয়া একদিনে হয়না—যতদিন বাঁচবে ততদিনেই মানুষ তৈরী হবে—তার জন্য ঠাকুরকে ডাকতে হবে—মস্তবড় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক William James বলতেন Religion is the panacea of all ills ধর্ম্মই হচ্ছে সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তির মূল। পড়াশুনা পরীক্ষা pass এগুলো stamp মাত্র কিন্তু মানুষ হতে গেলে আছে ধর্ম্ম, নৈতিকতা স্বাস্থ্য আছে অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ, শোক, চরিত্রবত্তা দয়া, পরোপকার সহানুভূতি কত কি-এসবের মধ্যেই মানুষ তৈরী হয়—কাজেই ধর্ম্মই যখন সমস্ত সমস্যা সমাধান করে তখন ঠাকুরকে রোজ দু তিনবার ডাকার চেষ্টা করবে। ধর্ম্মপথ যখন নিয়েছ, তখন ঠাকুরের প্রসন্নতা লাভের জন্য সব একটু করে বুক নিঙরে ডাকবে। তাছাড়া একমাত্র পাগল ছাড়া নিজের বাপকে কেউ অস্বীকার করেনা—ভুলে যায় না—যিনি এই সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রাণী জগৎ জীব জগৎকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন, ঋষিরা যাঁকে 'পিতানোঽসি' বলে জেনেছেন তাঁকে ডাকতে ভোলা আমাদের আদৌ উচিত নয়।

তবে অভাব অভিযোগ সব ঠাকুরের কাছে ছাড়া কার কাছে জানাবো, কিন্তু বেশী নয়, তাঁর প্রীতি লাভের প্রার্থনাই বড় কথা, তাছাড়া এজগৎটাই কিছু চরম স্থান নয়—মৃত্যু একদিন সবারই আসবে, কাজেই মৃত্যুর পরে পরলোকে যাতে শ্রীঠাকুরের কৃপা পাও তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাই নিত্য নিত্য ডেকে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন কর। তাঁর প্রীতি লাভ কর।

———

ধূলা-কাদা অঙ্গে মেখে, মলিন মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কত তাপিত পতিত সন্তান। নিঃশেষে যারা খুইয়েছে তাদের অন্তরের সমস্ত সম্পদ, সর্বহারা ভিক্ষুকের মতো অনুতাপের শূন্য ভিক্ষাপাত্রখানি হাতে নিয়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছে নত শিরে —শুধু কৃপা, শুধু করুণার দুটি ফোঁটা অমৃত-সিঞ্চন, তাতেই ভ'রে যাবে এই সর্বগ্রাসী রিক্ততা—তারাও যায়নি ফিরে, হতাশা বুকে নিয়ে পেয়েছে অমূল্য সম্পদ, পেয়েছে আশ্বাস : "আমার ছেলেকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও, কিছু ক'রতে পারবে না।"

—"জননী সারদেশ্বরী"—শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব কী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাপ্তি !

ডাঃ নদীয়া বসু, এম. ডি. এফ. আর. এইচ. এস. এম. আর. এইচ-এ.

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্বিকল্প-সমাধি-সিদ্ধ পরমপুরুষ মহা-মানব যুগাবতার যুগ-দেবতা।

তিনি ত' জানতেন সকলি। তিনি সর্বজ্ঞ। অন্তর্যামী তিনি। তিনি যা করে গেলেন, দেখেও গেলেন স্ব-চক্ষে। তার কি ফল,—তাও ছিল তার দিব্য-দর্শনে। তার ফলাফল যে কি—কতটা ও কতখানি, ছিল না কী তাঁর আঁখির আগে, ছিল কী তবে আঁখির আড়ালে।

তিনি শুরু, তিনিই কী তাঁর শেষ ?

তিনি আদি, তিনি অন্ত। না না, অন্ত তিনি নন; কখনই নয়। "তার ইতি করিসনে—" তাঁর ব্রহ্ম-বেদ-বাণী যে অ-সত্য হ'য়ে যায়। অন্ত তিনি ন'ন,—অনন্ত তিনি। তাইতো তিনি বলে গেলেন : "আমি আবার আসবো—"

কিন্তু, কেন "আসবো—" অধমের সে-প্রশ্ন নয়, সে স্পর্দ্ধাও নয় এই দীনহীনের।

জিজ্ঞাসু শুধু মন মোর—"আসবো"ই যদি তবে এতো তাড়াতাড়ি কেন। আর, কেনই বা এই সামান্য ন্যূনতম ১৬ বছরের ব্যবধানে।

"দেবতারে প্রিয় করি,
প্রিয়েরে দেবতা।"

দেবতারে শ্রীশ্রীঠাকুর "প্রিয়" করে গেছেন—এ যে স্বতঃ-সিদ্ধ। কিন্তু "প্রিয়েরে দেবতা"— ?

হয়নি বুঝি তা।' তাই কী তাঁরই স্বর্ণ-ভূমিতে তাঁর পুনরাগমন—,ইচ্ছাবতরণ এই ন্যূনতম সামান্য ব্যবধানে— ?

"এই মূর্তি ঘরে ঘরে পূজো হবে—" বলেছেন তিনি। তাঁর সে-কথা সত্য প্রমাণিত, সত্যই তাঁর সেই শোভন লোভন ছবি ঘরে ঘরে পূজো হয় আজও—, হবেও। কিন্তু ঘর ও ঘরণী কী তাঁর কৃপাকণা পেয়েছিল। পেয়েছিল কী তাঁর কোমল কর-পরশন। লভেছিল কী তাঁর দীক্ষা—, তাঁর সস্নেহ দেয় অনুরাগে সিক্ত দীক্ষা-ধন্য হয়েছিল তা'রা !

নিজেকে সদাই ধ্যান-গম্ভীর ভাবঘন সমাধি-মগন করে রাখতেন। লীলা-অঙ্গনে মাতৃ মন্ত্রে তন্ময় আনন্দ-নিকেতনে প্রজ্ঞা-জ্ঞান-দীপ্ত বিমোহন। আর, এদিকে ১১শ'টি আপন ভক্ত-সন্তানদের জন্য পাগল-পারা ! আর, ওদিকে তাদেরই জন্য সদা ব্যস্ত-সমস্ত কর্ম-চঞ্চল নহবতে একা শ্রীশ্রীসারদা মা—অশোকবনে বন্দী সীতা-সম। দোসর সাথী শুধু লাটু (লাটু মহারাজ)। সেখানেও তাঁর দিব্য-দৃষ্টি জ্ঞান-ভারতী : "ওরে ও-কে গিয়ে শান্ত কর, ও যদি একবার রাগে আমার সব নস্যাৎ হ'য়ে যাবে।"

আরও ছবিঃ তিনি থাকেন আপন ঘরটিতে ভক্ত-জন সমাদৃত পরিবৃত। শ্রীশ্রীমা আপন ঘরে নহবতে সদাই কর্ম-ব্যস্ত। মাঝে ব্যবধান শুধু বেড়ার। সেই বেড়ার মধ্যে ছোট্টটো এক ফুটো। এপারে সেই ফুটোর মধ্যে একটি তৃষিত নয়ন—ওপারে ওঘরে ওই নয়ন ভুলানো বিশ্ববিমোহনের বিশ্বরূপ-দর্শন লাগি দণ্ডায়মান ! ক্রমান্বয়ে দিনে দিনে সেই ফুটো একটু একটু করে হয় দীঘল—'আপন দীঘল দুই নয়ন ভরি' ওই বরতনু দেব-দেহ দরশন লাগি।' সেখানেও তাঁর আলোকপাত, তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিব্যজ্ঞান : "ওরে হৃদে, তোর মামীর যে পর্দা ফাঁক হ'য়ে গেল !"

গদাধরের মধ্যাহ্ন আহার থালা সাজি ভরি' নিয়ে আসেন প্রতিদিন ওঁর ঘরে সারদা।

দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে এই শুভক্ষণটুকুই পরমক্ষণ—সারদার নিজস্ব একান্ত করে আপন পাওয়া— ; একটুকু কাছে বসা, একটুকু কথা শোনা, একটুকু ছোঁয়া লাগা। পরমলগন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারও নানা বাধা, নানান বিপত্তি। ব্যথায় বিজড়িত শোকা-তপা পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ীর গোলাপ-মা—, গদাধরের শ্রীচরণাশ্রিতা। কোথা থেকে এসে ছুটে সে-ই আগ বাড়িয়ে নিয়ে চলল গদাধরের মধ্যাহ্ন-আহার। ন্যূনতম অধিকারও হারাল সারদা। সেই সেদিনের নহবত-বাসিনী!

নহবত—, নামটি ত' বেশ। কিন্তু সেটি এক গর্ত না গুহা, না কি; কোঠর না কুঠ্‌রী ভেবে পায় না কোটর-বাসিনী সারদা হই জীবনে। বিগত জীবনে তাঁর (শ্রীরামচন্দ্র) ছিল তবু এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান, বন-বাসিনী তাঁরে (জনমদুঃখিনী সীতা) করেছিলেন সত্য; তবু তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) বেছেছিলেন খোলা-মেলা মনোমত মনোময় এক তপোবন। আর, এবার কী কাণ্ড কারখানা এই নহবত; এখানে দিনে-রাতে মানুষ বাস করতে পারে। এ যে শ্রীহীন হতচ্ছাড়া এক ফাটক—, কয়েদ-ঘর!

তাই কী—, সত্যব্রতর শুভাগমন সর্বাধুনিক কংশ-কারাগার—লালবাজার কক্ষে!

তাই কী—, তাঁর ধ্যান যজ্ঞশালা 'ছায়াবীথি'র ত্রিতলের ওই চোর-কুঠ্‌রী!

তং, সারদার মানস-মনে নাই কোন বিক্ষোভ, কোন দ্বন্দ্ব, চেতন-চৈতন্যে নাই কোনও বিপ্লব কোনও ধিক্‌কার। সারদা সর্বংসহা আনন্দমূর্তি, শক্তিরূপিণী স্বয়ংসিদ্ধা।

এমনি আরও একদিন। যথা নিয়মে এদিনও শ্রীশ্রীমা চলেছেন মধ্যাহ্ন-আহার নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে। সহসা এক কন্যা আসি পথ রোধিল: দাও না মা, আমি দিয়ে আসি।

তথাস্তু। রিক্তা মা ছেড়ে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ন ডালি রিক্তহস্তে, সামান্য এ-অধিকারটুকুও অ-কৃপণ হস্তে বিলিয়ে দিলেন সেই-মেয়ের হাতে। ঠাকুরের সুমুখে তাঁর সে অন্ন-ডালি নামিয়ে রেখে সে-মেয়ে তখনি হোমাপাখীসম চোঁ চাঁ দৌড়।

শ্রীশ্রীমা সুমুখে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বীতরাগ ক্ষুণ্ণ মন খেতে পারছি না আমি! জানো না তুমি—, ও কে?

অচ্ছ্যুৎ হরিজন সে-মেয়ে। শ্রীশ্রীমা'র নম্রকণ্ঠ: জানি।

—জানো যদি তবে ওর হাতে দিলে কেন? ও ছোঁয়া আমি খাই কি করে!—শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুযোগ; গর্জন যদি বা নয় শ্রীশ্রীমা'কে, তর্জন তো!

—আজকের মতন খাও—। সারদার শ্রীকণ্ঠে মিনতির সুর।

—কথা দাও, আর কারও হাতে দেবে না আমার খাবার—; গদাধরের কল-কণ্ঠে কথার বজ্র-বাধুনী।

কথা দাও—। না, পারলেন না; প্রাণ খুলে শ্রীশ্রীমা কথা দিতে পারলেন না।

বরং বললেন ব্যজন ত্যেজি' যুক্ত করে শ্রীকণ্ঠে তাঁর কল-কাকলি: তা আমি পারব না। আমি মা—, সবার মা; সে-ও আমার মেয়ে। কেও যদি 'মা' বলে চায় আমি বাধা দেব কেমন করে! তুমি তো কেবলি আমার ঠাকুর নয়, সবার—সকলের। তবে, বলছ যখন, আমি চেষ্টা করবো—।

ব্যস্। নটরাজ—, শান্ত শিব, প্রশান্ত হিম-শীতল। ব্রহ্ম আর শক্তির কী বিপুল খেলা,—অনন্ত লীলা।

(ক্রমশঃ)

কেউ একটু কাজ করছ খাটছ বলে ভুলেও 'আমি করছি' বলে অহংকার যেন না আসে—সব Predestined, যেখানে যেটী হবার সব ঠিক হয়ে আছে। জগন্নাথের রথ চলবেই— রজ্জুতে হাত লাগিয়ে ধন্য হওয়া শুধু।

শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয় শঙ্খে বাজে তোমার জয়

শান্তি দেবী

জ্যোতির বলয় মাঝে, মহাছন্দময় অনন্তসুন্দর।
নবারুণ রঙে রাঙা, আনন্দ-স্বরূপ।
স্পর্শ তাঁর আনন্দ সৌরভ,
তৃপ্তি আনে মর্ত্তের মৃত্তিকা,
মধুময় এ ধরা নন্দন।
বিচিত্র রূপের মালা ধরণীর বুকে, সৃজন তুলিতে আঁকা।
অরূপের রূপ লেখা, অরুণের সাত রঙা রঙে,
সোনার আলপনা—
সাজানো ভুবন।
তারপর—, তারপর—নিলাঞ্জন চোখে
বিবর্ণ আকুল চিতে দিয়ে যায় ডাক্
তিমির রাতের ছায়া যুগ যুগ ধরে।
সে যে চিরন্তন, ক্ষণিক সে নয়
ক্ষণিকের ছায়া জীবন মরণ দুই তীর
আঁধার ও আলোকে
চরণ অদৃশ্য সেতু; আলো ও ছায়াতে
মাঝে বয়ে যায় স্বপ্নের মোহন তরী,
ঢেউ লেগে ওঠে কেঁপে কেঁপে!
পূবের রূপালী আলো ঘন মেঘে ঢাকে, বলে বেলা শেষ।
নির্জ্জন করুণতর, আর্ত্তকণ্ঠে ডেকে ফিরি—
আজও কি পাবনা উত্তর?
দুর্দ্দিনের মাঝে দুঃখ কি হবে শুধু সাথী?
দু চোখের আঙিনায় শুধু জলছড়া?
সত্য কি হবে অশ্রুতে জ্বালা বাতি?
জীবনের খেলা ঘরে। স্মৃতির জমানো কড়ি গুণে—
সীমাহীন বেদনার ক্ষীণসূতো দুহাতে গুটাই
দিবা অবসানে।
হে অধরা, ধরা দাও, ধরা দাও,
হেরুক আকুল আঁখি সুখে দুখে সর্বত্র তোমায়
অনন্ত অলৌকিক মাঝে, লৌকিক চেতনা
মুছে দাও করুণা নির্ঝর।
কৃপা করো এ আঁধারে, করুণা কিরণে।
উদয় শঙ্খে বাজে তোমার জয়,
নিখিল বিশ্বে হে প্রেমময়।

নির্বাণ-ষটকম্/ভগবান শঙ্করাচার্য্য

অনুবাদক: শ্রীতারা কুমার মিশ্র

মন, বুদ্ধি, অহংকার চিত্তাদিও নহি আমি,
শ্রবণ-রসনা নহি, নহি আঘ্রাণ-নয়ন।
ব্যোম নহি, ভূমি নহি, নহি তেজ-বায়ু,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।১।

প্রাণ মোর নহে নাম, নহি পঞ্চ-বায়ু,
সপ্তধাতু পঞ্চ কোষ কিছু নহি আমি।
বাক্ পাণি পদ নহি, নহি উপস্থ বা পায়ু,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।২।

নহি পুণ্য, নহি পাপ, নহি সুখ-দুঃখ,
মন্ত্র নহি, তীর্থ নহি, নহি বেদ যজ্ঞ।
ভোজ্য ভোজন নহি অথবা ভোগকারী
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।৩।

নাহি মোর রাগদ্বেষ, নাহি লোভ মোহ,
মদাভাব-সদা-মোর, নাহিক মাৎসর্য্য।
ধর্ম অর্থ নাহি মোর, নাহি কাম মোক্ষ,
সৎ-চিৎ-আনন্দ-আমি, আমি শিবরূপ।৪।

মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ নাহি কিছু মোর,
পিতা মাতা কেহ নাহি অথবা জনম।
নাহি বন্ধু, নাহি মিত্র, আচার্য্য বা শিষ্য,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।৫।

নির্বিকার নিরাকার আমার স্বরূপ,
ব্যাপ্ত চরাচর আমি সর্বেন্দ্রিয় গ্রাম।
বদ্ধ মুক্ত কিছু নহি, নাহি কোন ভীতি,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্নের স্থান দর্শন

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্নের কয়েকটি স্থান চানক বল্লভপুর প্রভৃতি দর্শন বিবরণ বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য কৈশোর কালের লীলা স্থান কামারপুকুর দর্শনে গিয়েছিলাম সম্প্রতি (ইং ১৯৭৭ বাং ১২৮৪ সালের অক্ষয় তৃতীয়া বৈশাখমাস)। সেই উপলক্ষ্যে কামারপুকুরের সর্বজনের প্রিয়পাত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোজ্যেদের গ্রাম শিহড় দর্শনের সুযোগ হয়েছিল।

শিহড় গ্রামখানি জয়রামবাটীর পশ্চিম দিকে। জয়রামবাটী গ্রাম শ্রীগদাধরের শ্বশুরবাড়ী হলেও সে গ্রামটি শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী সারদাদেবীর আবির্ভাব আর লীলা স্থান রূপেই সর্বজনের দর্শনীয় আর শ্রদ্ধার আকর্ষণীয় হয়ে রয়েছে। সেই পুণ্য পল্লী জয়রামবাটীতে মাতা সারদার নামাঙ্কিত মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার (১৯২৩) স্মারক তিথিটির শুভলগ্নের প্রভাতীসুরের সানাইয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সূচনার সঙ্গেই আমাদের যাত্রা সুরু হয়েছিল শিহড় দেখবার জন্য।

জয়রামবাটী গ্রামোন্নয়ণ পরিকল্পনার আধুনিক পরিচয় "মায়ের দীঘির" উত্তরদিকে লাল কাঁকুরে রাস্তা ধরে চলতে সুরু করেছি শিহড়ের দিকে। বর্ষারম্ভের বৈশাখে, বর্ষণ স্নিগ্ধ কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ফুটতে সুরু করেছে। সরু সবুজ পাতার উপরে থোকা থোকা ফুলে, লালে লাল পূব আকাশে অরুণোদয়ে যে শোভা আরম্ভ হয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি এই কৃষ্ণচূড়া তার শিরোশোভা গ্রহণ করেছে। জয়রামবাটী গ্রাম পাদচারণ শেষ করে শিহড়ে প্রবেশের প্রথম দর্শন হল "শান্তিনাথ" শিবমন্দির। গ্রামের প্রাকৃতিক শোভার পরিবেশে এই ছোট মন্দিরটী রাঢ় বঙ্গের চারকোণ নামানো। সাধারণ শিবমন্দির গঠনের ব্যতিক্রম এখানে। উৎকল দেশীয় মন্দির-স্থাপত্য-শৈলী প্রভাব এ মন্দিরটিতে। বর্ষশেষে গাজনের মেলার অবসান হয়েছে, তারই নিদর্শন রয়েছে এখনও মন্দিরের গায়ে। মন্দির শীর্ষের লাল পতাকা এখন মলিন হতে চলেছে। এই শিহড় শান্তিনাথ মন্দির আঙিনায় সারদা গদাধরের প্রথম দর্শন হয়েছিল আকস্মিক ভাবে।

সেই অতীতের শিশুসারদা আর কিশোর গদাধরকে স্মরণ করে চলতে সুরু করলাম শিহড়ের হৃদয়রাম মুখোজ্যের বসতবাটী দর্শনে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক হৃদয়রামের গৃহ দর্শনের আশায় আমার হৃদয়ও উৎফুল্ল। চলার পথের পশ্চিম ধারে অপূর্বদর্শন একটী সরোবর, তাতে "ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর, ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর" তারই পরিপূর্ণ বিকাশ এই পল্লীপ্রান্তে।

বাঁকুড়ার শুকনো ডাঙ্গার দেশে এ সময়ে যে এ রকম অপর্যাপ্ত রক্তকমল শোভিত সরোবর দর্শন হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কমল আমার মনকে কোমল করল। ইচ্ছা হল নিজ হাতে তুলে নিয়ে শ্রীহৃদয়রামের অঙিনায় লীলাকারী শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে শত পদ্ম সমর্পন করব। জলে নামতে আরম্ভ করলাম এমন সময়ে এক মলিন বসনা গ্রাম্য নারী এসে বলল—নামবেন না বাবু, এ জলায় কত কী আছে। আপনাদের দরকার থাকলে আমিই আপনাদের জন্য পদ্মগুলি তুলে দেবো।

গ্রাম্য নারী কোমর জলে নেমে পূর্ণ বিকশিত অর্ধ বিকশিত প্রচুর পদ্ম আহরণ করল। আমি দুহাত ভরে সেগুলি গ্রহণ করে নিলাম। আমার সঙ্গী যতন কুমারও যত্ন করে অনেক পদ্ম গ্রহণ করল। আমরা এবার উপনীত হলাম হৃদয়রামের ভিটায়। শ্রীগদাধরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী হেমাঙ্গিনীর কনিষ্ঠপুত্র হৃদয়রাম বয়সে মাতুল গদাধরের একটু ছোট। কিন্তু দুজনের ভাব ভালবাসা ছিল গভীর। তাই দিদিও ভাগ্নের আকর্ষণে বহুবার শিহড়ে শ্রীগদাধরের আগমন হয়েছিল।

অতীতে ঐ মুখোজ্যে পরিবারের যে সমৃদ্ধি ছিল ইদানীং তার অবনতি ঘটেছে। হৃদয়দের গৃহে সেকালে দুর্গোৎসব হত। যে পূজা প্রাঙ্গণে শ্রীগদাধর উপস্থিত ছিলেন সেই মণ্ডপ এখন নিশ্চিহ্ন। গাছ গাছড়ার আড়ালে সেই খোলাভিটিটি, অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ঐ খোলা ভিটের পশ্চিমে হৃদয়রামের বংশধরদের বাসস্থান। স্থানীয় রীতিতে তৈরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাটির ঘর। কোনটায় খড়ের ছাউনি আবার কোনটায় টিনের চালা।

হৃদয়রামের প্রপৌত্র অর্থাৎ বিশ্বনাথ মুখোজ্যে অতি যত্ন সহকারে শ্রীগদাধরের বাল্যকালের হাতে লেখা একখানি চণ্ডী গ্রন্থের অংশ আমাদের দেখালেন। ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে পাতাতে। ঐ পাতা মনে হল সে কালের ভোজপাতা। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরক্ষর বলেন তাঁদের চৈতন্য উদয়ের জন্য শ্রীগদাধরের মুক্তার মতো সুন্দর হস্তাক্ষর দর্শনে আমরা ধন্য হলাম। আর যে সব সদ্য ফোটা পদ্ম আমরা সংগ্রহ করে এনেছিলাম সে সব দ্বারা ঐ হস্তাক্ষর রক্ষণ পাত্রে সমর্পন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

এরপরে অপর দর্শন। হৃদয়রামের শিহড় গ্রামের উত্তরে শ্রীমা সারদার মাতা; মাতামহীদের ভিটে এবং আম্রাপুকুর দর্শন করতে চললাম। ঐ পুকুরের পাড়ে কয়েকটী পুরানো কালের বেলগাছ। মা সারদার মাতৃদেবী শ্যামাসুন্দরী একটী বেলগাছ তলায় শৌচ করতে এসে অনুভব করলেন, একটী হাওয়া তাঁর ভিতরে প্রবেশ করছে। ঐ ঘটনাই হয়তো সারদামণির আবির্ভাবের পূর্বাভাস। অতীতের সে বেলগাছটি নেই বটে, কিন্তু তার বংশধরগণ সে স্মৃতি বহন করে চলছে। আম্রাপুকুরটী এখনও সারা বছর জল ধারণ করে মজুমদার বংশের কীর্তি ঘোষণা করে। গ্রীষ্ম-কালে গ্রামের গরুগুলি এখানকার আম্রাদীঘির জলপান করে পিপাসা মেটায়। আর নবাগত দর্শকগণ দেখতে পায় প্রাচীনকালের পাথরের তৈরী একটী তুলসীমঞ্চ। ঐ মঞ্চেই গ্রামের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। আমরা এখন সে তুলসীমঞ্চে প্রণাম নিবেদন করে, কিছু বেলপাতা তুলে নিয়ে চললাম আবার শান্তিনাথ শিবঠাকুরকে নিবেদন করতে। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শের স্থান দর্শনান্তে ফিরে এলাম, সারদা গদাধরের চরণধূলার পুণ্যস্থান জয়রামবাটীতে।

॥ আমাদের দীক্ষা দাও ॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ

নদীর জলের মত প্রবাহিত স্বচ্ছল তোমার সন্ন্যাস
সুবাসিত অন্ধকারে আলোর আকাশ ছুঁয়ে চ্ছলাৎ ছল
বয়ে চলে যায়
এ ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করে
দূর বড় সমুদ্রের অভিমুখী। অথচ এ পথে পথে প্রসন্ন বিন্যাস,
সুনিপুণ সঙ্গীকারে জীবন রচনা, মৌন আকাশের গায়
স্থিরতম তারাগুলি তবু ছাখো ঝলমল করে
যেন সে ঘোষণা করে অন্য এক জীবনের উজ্জল বিশ্বাস।
আমাকে তোমার সেই বিবিক্ত বর্ণাশ্রমে, শুদ্ধ সন্ন্যাসে
দীক্ষা দাও। আমি এই জীবনের গান গেয়ে গেয়ে অতঃপর
জীবন পেরিয়ে চলে যেতে চাই তোমার মতন।
আমার রক্তের সব দীপগুলি, জলন্ত বিশ্বাসে,
আমার স্নায়ুর সব ধূপদান জেলে দাও, সমস্ত বুকের বিবর
আলোকিত সমন্বয়ে সমর্পিত হোক—দেহ-মন
রূপময় এ পৃথিবী—ঋষ্যশৃঙ্গ অভিচেতনায়
ধরা দিক : আমার এ দুচোখের দৃষ্টির বিস্ময়
অবিরাম প্রস্ফুটিত হয়ে যাক—অনির্বাণ আমার হৃদয়।

সুখেদুঃখে স্বপ্নে সাধে বিজড়িত প্রত্যহের পথের মায়ায়
আমি যে ছিন্ন ভ্রষ্ট রিক্ত এক পদাতিক,
উদ্দাম সংগ্রামে মুখর :
কোনো কিছু করতে গেলে, এমন কি দ্রষ্টার আসনে
বসতে গিয়ে কখন যে মঞ্চের বিপন্ন কুশীলব
হয়ে পড়ি। কখন কী হয়ে যায় নিজেই তা বুঝতে পারি না,
এক সর্বগ্রাসী ঝড়
কখন আমাকে এসে আক্রমণ করে যায়। তার চেয়ে এই
শবাসনে
শুয়ে থাকা ঢের ভালো, তারচেয়ে তোমার এ বিজয়ী পরাভব
প্রার্থিত। আমাদের দীক্ষা দাও তোমার ঐ সচ্ছল সন্ন্যাসে
বেঁচে থাকি বিবিক্ত সম্রাটের মত
আগ্নেয় বিশ্বাসে
পৃথিবীরই পদাতিক অন্য এক আকাশের কাছে অনুগত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত চারণবৃন্দ

ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি—"আমার আর কিছু থাক আর না থাক কিন্তু গান থাকবে।" ঠাকুরের প্রকট হবার সময় থেকেই ঠাকুরের গানের ধারক ও বাহক ছিলেন বিশেষ যে দুটী চারণ—কোরিধ্বা নিবাসী শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীগোঁসাই ও বাঁকুড়ার সোনামুখী নিবাসী শ্রীকামিনী দেবাংশী—তাঁরা উভয়েই অতি উঁচুদরের ও বীরভূমের বিশেষ নামকরা সুরকার ছিলেন। এঁদের নিজেদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক যত ছিল আবার ঠাকুরের গানের সুর নিয়ে বাদ বিসম্বাদও ততই ছিল। উভয়েরই তবলাসঙ্গৎকার ছিলেন বাতিকারের কুর্মিঠা গ্রামের শ্রীবনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুর বড় ভালবাসতেন এঁদের। আদর করে ঠাকুর এই তিন ভক্ত শিল্পীর নাম দিয়েছিলেন "চারণ ভক্ত"। শ্রীবৈদ্যনাথ ও শ্রীকামিনী দেবাংশীর দেওয়া ঠাকুরের বহু গানের সুর আজও কানে লেগে আছে। গভীর রাতে রাসবনে নদীর চরে শ্রীগোঁসাই-এর কণ্ঠে "অমাস্পন্দিত ঘন রাত্রি" ও শ্রীকামিনীর "বাংলা মাটির মা যে গো তুই" বা "পঞ্চবটীর বটের মূলে আর মা বলে কে পড়বে ঢলে" ইত্যাদি গানগুলির সুর অমর হয়ে আছে। সিউড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরভারতীর প্রতিষ্ঠাকল্পেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঠাকুরের এই তিন চারণ ভক্ত। আমাদের গর্বের বিষয় যে, তাঁদেরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় লখনৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের "সঙ্গীত বিশারদ" উপাধি লাভ করেছিলেন।

বড় দুর্ভাগ্য আমাদের যে, গত দু বছরের মধ্যে আমরা তিনজনকেই হারিয়েছি। এঁদের মধ্যে অতি সম্প্রতি হারিয়েছি শ্রীকামিনী দেবাংশী ও শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। তবে আমাদের বিশ্বাস, তিন শিল্পীই শ্রীঠাকুরের চরণে গিয়ে ঠাকুরকে গানে তৃপ্ত করছেন। শ্রীবৈদ্যনাথের মৃত্যু তো একটি সাধুর মৃত্যু। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে প্রথম আক্রান্ত হয়ে সেই দিনই একটু সামলে উঠে ছেলের কাছ থেকে নিজের জপের মালাটি চেয়ে নিয়ে বসে বসে কিছুক্ষণ জপ করে নিজেরই সুর দেওয়া ঠাকুরের "ব্যথার রঙে রাঙাবো আজ প্রাণের ঠাকুরে" গানটি গাইতে গাইতে আবার অজ্ঞান হয়ে যান। আর জ্ঞান ফেরেনি। সেই অবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তাঁদের অমর আত্মা পরমাশ্রয় শ্রীঠাকুরের চরণে চিরশান্তি লাভ করুক। ঠাকুরের চারণ দলের জয় হোক।

———

অলোক অগম্য

মীরা রায়

শব্দহীন এক মহাজাগতিক
স্পন্দিত চিন্ময়
ওঁকারে প্রতিধ্বনিত হয়
কান পেতে শুনতে পাবেনা তাকে
অনুভবে পেতে পারো প্রত্যয়
গতি তার আলো ও শব্দের অতীত
হৃদয়ে ধমনীতে বয়।

তারায় তারায় অসংখ্য সূর্য্যলোকে
হয়তো বা রাখে পরিচয়
যেখানে জীবনের ছোট ছোট সীমার
অসীমে সমন্বয়
যেখানে তুমি নেই আমি নেই
তবু কিছু থেকে যায়
অলোক অগম্য এক জ্যোতি সমুদ্রের ঢেউ
চেতনায় শব্দব্রহ্মের অব্যয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্য শপথ নাও

স্বামী অরুণানন্দ

সৃষ্টিরে তুমি করেছ মহান
ওগো সর্বেশ্বর
গরিমা তোমার দিকে দিকে তাই
এনেছে অমৃত বর
জলধি আকাশ গিরিশ্রেণী চুড়ে
তোমার মহিমা গাথা
প্রাণে প্রাণে জানি তুমিই রয়েছ
তোমারই আসন পাতা।
তবে কেন হায়, এত ভেদাভেদ
এত গ্লানি চারিধারে
মিথ্যা মুখোশ প্রগতির চাপে
বিবেক ধুঁকিয়া মরে।
তোমার গড়া এ নিখিল ভুবনে
আগুন ধরায় যারা
জ্বলে যাক্ তারা তীব্র দহনে
হউক না দিশাহারা।
ধূম্রকেতুর ভয়াল ভ্রুকুটী
পড়ুক তাদের শিরে
কালীয় নাগের বিষ নিঃশ্বাসে
সব বিষ যাক্ পুড়ে।
দলিত দলনে উন্মাদ যারা
রাখ তব কারাগারে
এ মাটীরে আর কোর না সিক্ত
আর্ত্ত অশ্রুধারে

ক্ষুধিত তৃষিত নিপীড়িত যারা
তাঁদের বাঁচিতে দাও
ধনের নেশায় অত্যাচারীর
দম্ভ গুঁড়িয়ে দাও
সারাটা বছর রোদে জলে পুড়ে
আহার যোগায় যারা
তারা কি পাবে না ক্ষুধার অন্ন
তাদের দেবে না সাড়া?
ভিখারী শিবের ভিক্ষা কি তবে
নিষ্ফল হয়ে যাবে?
অন্নপূর্ণা নামের মহিমা
কেমনে বল মা রবে?
বক্ষ পাঁজর পিষে গড়া যত
উঁচু উঁচু মসনদ
ছুড়ে ফেলে দাও কে পারে রোধিতে
আছে কার হিম্মৎ।
চাই না চাই না মিথ্যা মুখোশ
শ্মশানের সভ্যতা
বেদনার ভারে দেখ কাঁদে আজ
বসুন্ধরা এ মাতা
কে কোথায় আছ বীর সন্তান
এস এস এক হও
মায়ের অশ্রু মোছাতেই হবে
পুণ্য শপথ নাও।

"ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত—
ভুলিও না অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই"

—বিবেকানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গান

কথা ও সুর : শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

গরজ গরজ ঘন বাদল বরসে
বাজে মেঘ সিতার
বিরহী মন আজ গাতে হৈঁ প্রভু
সুর শ্যাম মল্লার ॥

উঁসাস ভরে আজ পবন ঝকোরে
সন সন সন সন বোলে
প্রেম ঝরোখে পাস পুকারে
বন্ধ না করনে দেতে দ্বার ॥

মধু মালতীকে ফুল ভী ঝুমে
ঝুমে যুঁহী চামেলী
চমক চমক কর কহতী বিজলী
অঙ্গনা কিউঁ আঁধিয়ার ॥

গগন ভুবনমে ইতনী আকুলাঈ
বিফল কভী ক্যা হোতী
মৈঁ জানুঁ মেরে মিলন সুন্দর
বিরহা নদীকে পার ॥

+	২	০	৩
		র ম র স গ র জ গ	ন্ র স স র জ ঘ ন
ণ্ ণ প্ প্ বা • দ ল	ন ন্ স — ব র ষে •	স — ম র বা • জে •	ম — প প মে • ঘ সি
ণ ধণ প ম তা • • •	প মপ র স • • • র	স স ম র বি র হী •	ম ম প প ম ন আ জ
ম প ণ ধ গা • তে •	ণ ণ প প হাঁ য় প্র ভু	ম প ণ ধ সু • র শ্যা	র্স র্স র্স র্র্স • ম ম •
জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ ম লা • • •	র র স স • • • র	গরজ গরজ ঘন	
		ম ম প প উ সাঁ স ভ	ন ন ন ন রে • আ জ
র্স র্স র্স র্স প ব ন ঝ	র্স ন র্স র্স কো • রে •	ণ ধ ণ ধ স ন্ স ন্	ণ ধ ণ ধ স ন্ স ন্
র্স — প — বো • লে •	— — — — • • • •	ম ম প প প্রে • ম ঝ	ন ন ন ন রো • খে •

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

+	২	০	৩
ন র্স র্র র্জ্ঞ	র্র র্র র্স র্স	ণ ধ ণ ধ	ণ ণ প প
পা ০ স পু	কা ০ রে ০	ব ন্ ধ না	ক র নে ০
ম ম প প	র্স র্স জ্ঞ জ্ঞ	গরজ গরজ ঘন ...	
দে ০ তে ০	দ্বা ০ ০ র		
		র র র জ্ঞ	র স স র
		ম ধু মা ০	ল তি কে ০
ণ্ স স র	র র র র	র প প প	ম গ র স
ফু ০ ল ভি	ঝু ০ মে ০	ঝু ০ মে ০	যুঁ ০ হিঁ চ
র জ্ঞ র —	— — — —	প দ প হ্ম	প দ প হ্ম
মে ০ লি ০	০ ০ ০ ০	চ ম ক চ	ম ক ক র
প দ প হ্ম	প ণ প হ্ম	প ণ প হ্ম	প ণ প হ্ম
ক হ তী ০	বি জ লী ০	অ ঙ্গ না ০	কি উ অঁ ধি
হ্ম হ্ম হ্ম হ্ম	— — — —	প ণ প হ্ম	প ণ প হ্ম
য়া ০ ০ র	০ ০ ০ ০	আ ঙ না ০	কি উ অঁ ধি
প প প প	— — — —		
য়া ০ ০ র	০ ০ ০ ০		
		ম ম প প	ন ন ন ন
		গ গ ন ভু	ব ন মে ০
র্স র্স র্স র্স	র্স ন র্স র্স	ণ ধ ণ ধ	ণ ধ ণ ধ
ই ত নী অ	কু ০ লা ই	বি ফ ল ক	ভি ০ ক্যা ০
র্স — প —	— — — —	ম ম প প	ন ন ন ন
হো ০ তী ০	০ ০ ০ ০	মঁ য় য় জা ০	মু ০ মে রে
— র্স র্র র্জ্ঞ	র্র র্র র্স র্স	ণ ধ ণ ধ	ণ ণ প প
০ মি ল ন	সু ন্ দ র	বি র হা ন	দী ০ 'কে ০
ম ম প প	র্স র্স জ্ঞ জ্ঞ	গরজ গরজ ঘন	
পা ০ ০ ০	০ ০ ০ র		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Deva

Individual differences in ability :

1. Individual differences are found in all psychological characteristics which are physical abilities, mental abilities, knowledge, habits, personality and character traits.

2. Woodworth is of opinion that ability has three meanings :

i) achievement is actual ability which can be measured by direct tests,

ii) Capacity is potential ability, which can be inferred from unequal capacity of individuals under equal intensive trainings and experiences,

iii) Aptitude is the achievement that can be predicted and measured by special and devised tests.

3. Testing is interpreted by comparison to a standard or by comparison to scores of a group of individuals :

a) The normal distribution is bell shaped and symmetrical,

b) The raw score is in terms of number of items completed or speed of doing a specific task or accuracy of performance,

c) Standard score is the deviation of the individual score from the average divided by standard deviation,

d) Gentile score is the percentage of all the scores which is surpassed by the particular score.

4. Intelligence is the general ability to solve intellectual problems on the basis of past learning and present hold in essentials :

a) Feeble-minded have three classes—moron, imbecile, and idiot,

b) Geniuses are of exceptional intelligence who under favourable opportunities reach outstanding intellectual achievement.

5. The intelligent tests are standardised objective measures of individual achievement.

a) Binet test is an individual examination. There are items graded in difficulty and arranged in groups corresponding to the average level of children of each age,

b) Performance tests are concerned with non-verbal materials,

c) In group tests there are short-answer items that can be given to many persons simultaneously.

6. Intelligent test scores of children can be given in ralation to age norms as well as in standard scores or centile scores.

a) Mental age is the score of a child who passes all the test items which a normal child of a specified age passes.

b) Intelligent quotient is got by dividing the mental age by the chronological age. It is the relative brightness of a child which remains more or less fixed for his life.

7. Growth of intelligence continues up to 13 or 15 or even up to 18 when the growth stops.

8. Distribution of intelligence with population confirms to the normal curve and the brightness of any individual depends on the relative position of the individual on the curve.

1. Some individuals are of immensely greater ability than others.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

a) The name idiot savant is given to men who are feeble-minded but possessing high ability in one special line.

b) Arithmetic-prodigies are normal in general ability, but are remarkable in mental calculation.

c) Reading disability is found in children who have higher I. Q.

2. Correlation is a measure of the degree of correspondence between the standings on two tests of a group of individuals. Perfect correspondence is represented by the correlation of +1·00 and perfect reverse correspondence is—1·00.

3. The degree of correlation between two tests indicates the degree of identity or overlap in the measured abilities.

a) When most correlations are low the assumption is this, that there are more specific abilities.

b) When there are most correlations that are positive, the indication is that there is a general ability.

c) When the group tests correlate high with each other but low with any other test, there is indication of group factors—abilities of intermediate scope :

Examples of this include :

1) Verbal ability
2) Number ability
3) Spatial ability

d) Correlation between special abilities is greater in children than in adults which may be due to difference in training and acquired interest.

4. Prediction of vocational success can be partially based on the use of aptitude tests which are measures of present ability designed to predict future achievement with training.

a) Aptitude tests if they need be useful must be well done and standardised.

b) Reliability of the tests is necessary.

c) Validity—is by eventual success and failure.

d Prediction of school success on intelligence test scores is important.

e) Prediction of piloting success in tests which are eighteen in number, has higher validity.

f) Aptitude tests for selection of employees and for.

g) Vocational guidance are being tried.

Book Review

'Sabari Prithibi Jage'—by Santasil Das
Sahityasadan, A 125 College Street Market, Cal-12 : Price—Rs. 4·00

'Sabari Prithibi Jage', a Bengali poetical works rendered by the eminent poet Sri Santasil Das has her serene appeal to the humanity. We know the legend of Sabari who had waited for Bhagawan Sri Ramchandra for a long period. The poet wrote in the poem 'Sabari Prithibi Jage' :

'Sakali agyat, tabu abisranta mantra
uchcharan :
Antarer antarete Jage nitya sundarer nam.'

In comparison with the Vaishnaba lyric of Sri Chandidas we can quote his famous stanza :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'Sai Keba sunaila Shyam nam
Kaner bhitar diya marame pashila go
Akul Karila mor pran.'

Chandidas wrote this 'pada' in a lyrical way through her 'Radha'. The poet Sri Santasil Das has also expressed his lyrical tendency through his 'Sabari'.

We smell a mystical fragrance in the emotions of his lyrics which he has recollected in his tranquility. (Ref. Wordsworth).

The poet composed one hundred lyrics in this book. The poet not only dreams of 'Sabari' but he is also conscious of 'Hirosima'. Thoughts of old and new days have captured his mind. Though he sometimes suffers from frustration in the poem 'parinati, tabu', yet he possesses an optimistic view of life in the poem 'Jivan jagate habe' :

"Buk bhare nou alo, ar sei alo jane jane
diye jau jata paro, tabe habe sarthak
jeevan."

The get up of the book is presentable. The binding of the book is very good. Hope that this book of poems styled as 'Sabari prithibi jage' written by the poet Sri Santasil Das will appeal to the heart of the readers of literature.

—S. Neelananda

The Desire of the Flute

[English rendering of Sree Archana Puri's Bengali "Banshir Sadh"
by Sri Jyotsna Nath Mallik.]

Bring me forth this time as a real flute sure,
not in other hands, let me sound alone in your.
Striking the bamboo clump make as small,
shall be filled with a little tune, make me not tall
In the palace let the sanai blow in golden orchestra loft,
at the touch of your golden finger, I'll grow ecstasy soft.
What if none listens to the music, cows in the fields will hear.
the eyes of grass flowers will moisten, Broja dust redness wear.
Let the firmament glow like thousand lamp chandelier,
in my song in the mud-hut a speck of glow-worm appear.
Let the unuttered sound from depths of seven oceans,
touching the sun in another side rise in vibrations.
The light touch with a sweet whiff in the heart of seven holes,
I would write the fairy tale in secret of the seven tones.
This dry bamboo flute will not adorn the council stand,
lovingly it will lie sidelong in your little hand.
It will speak in your mouth, will hear from your lips
While parting throw it away in the blue Yamuna deep.
Truly this time you bring me forth as a truthful flute
I will live in your love, again die loving you.*

Original Bengali poem was published in Bhabmukhey—
Chaitra, 1381 B. S.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Fundamentals of Shakta-Sadhana

S. N. Bagchi

(Formerly a Judge of the High Court, Calcutta)

[19]

In describing the quintessentials of the occult process of Loya i. e. Kundalini Yoga, or as matter of that yoga Sree Aurobindo says "In Yoga also it is the Divine who is the Sadhak and the Sadhana ; it is his Shakti with her light, power, knowledge, consciousness, Ananda, acting upon the adhara and, when it is opened to her, pouring into it with these divine forces that makes the Sadhana possible. But so long as the lower nature is active the personal effort of the Sadhak is necessary. The personal effort required is a triple labour of aspiration, rejection and surrender." (The Mother—7).

The Divine force i. e. Kundalini is an instrument of the spirit in the being that as the inner warrior within the self of the Sadhak fights against obscurity and false-hood and preserves a faith unshaken by disappointments and difficulties, and carries on the Sadhaka through enormous ordeals to the supreme victory and the great transmutation. For such supreme victory and transmutation, the prayer to the Mother Divine in Sree Sree Chandi—"Argola Stotra" has it as the burden of the song :—

"Rupam Dehi" "Jayam Dehi", "Yaso Dehi," "Diswa Jahe".

The above Prayer is a call by the Sadhak for bestowal of Mother's power of grace and protection through Her Divine Sakti, a little of which will carry the Sadhak in the way of his Sadhana through all difficulties, obstacles, and danger, and will turn difficulties into opportunities, failures into success, and weakness into unfaltering strength. From Her impersonal core of Transcendence, the Divine-Shakti i. e. Kundalini Mahamaya in her personal aspect of "Jiva Kundalini" has stooped. to descend into the darkness of the being of a Sadhak that She may lead him to light through the wrappings of falsehood and error in the self of the being of Sadhak's earth-nature, that she may convert those to Truth, that She may turn mortal life to God-like life in this world of pain and its obstinate sorrow and suffering, and that she may end all those in the transforming ecstasy of Her Sublime "Ananda" i. e. Bliss.

In verse 52 of "Sat-Cakra Nirupama" the final stage of the Loya Yoga i. e. the Samadhi Yoga of Kundalini has been described. The wise and excellent Loya-Yogi should lead Jiva Kundalini along with Jiva to Her Lord, the Para-Siva in the abode of Liberation within the pure Lotus i. e. "Sahasrara", and mediate upon Her who grants all desires as the Caitanya-rupa-Bhagabati. When he thus leads Kula-Kundalini i. e. Jiva-Kundalini he should make all things absorb into Her. Sadhak should meditate upon Kundalini as Suddha-Caitanya Rupa-Pure consciousness, and a form of the Divine. He will thus realise the identity of Jiva, the self of the being in nature, with Atma, the Being-Consciousness itself i. e. with Cidatma i. e with Bramhan—that is Soham or Saham—"I am He" or "I am She". Having dissolved

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the Citta, he remains unmoved by reason of his full and all pervading knowledge. Sankaracharya said about this state of ecstasy as "I am that which alone is sat without any second (Advaya). I am supreme Bliss wherein is all bliss and Vasudeva's very self, I am "Om". Let not mind be distracted when it is absorbed in Cidatma. Let him (Sadhak) rest in the fullness of his illumination like a deep and motionless ocean" (Serpent power 52-5223). It is noticeable in verse 52, that an worshipper of any particular Ista-Devata of any particular cult is required to realise identity of Jivá-Kundalini with the Ista-Devata of the worshipper. In Pranava "OM"-worship for instance and in other forms of worship, the worshipper is to realise his identity with Kundalini, who is embodied in the forms of all the Mantras of a worshipper of any cult. Why Kundalini-Yoga, also named as Loya-Yoga is to be practised by any school of Sadhana has been elaborately explained in the commentary to the verse 52 of the Sat-Cakra-Nirupama. The details are full of technical terms and subtle Psycho-physical processes. The Mantra-Tantra-Prakasa, 'a treatise on Kundalini-Yoga gives a rather simple description saying "Let the Sadhak think attentively that all things i. e. Tattvas beginning with Prithvi are absorbed into "Vishnu", the cause, who is Sat-Cit-Ananda. Visnu is specified by this praticular Tantar, but it may be any other Devata who is the Ista-Devata of the Sadhak (Verse 44 Sat-Cakra-Nirupama and note in page 527 of "Serpent-power").

Vaisnab Tantra accepts and advocates practice of Kundalini i. e. Loya Yoga. Kesava-Bharati, the great Vaisnava teacher, who initiated Lord Sree Caitanya, the greatest among the latter-day Vaisnavas to "Sannasaya" said about the process of Loya Yogas, "Lead Her (Unmani i. e. Kundalini) into the Male, which is Bindu, lead Bindu into Paramatma and Paratma to Kalatattva, and this latter into Sakti, and Sakti into Cidatma, which is the Supreme (Kevala), the tranquil (Santa), and effulgent, (Serpent-power 528-529) Sree Caitanya Mahapravu's "Radha-Vhaba-dyuti- Krishna-Sadhana" tells the esoterism of Kundalini-Yoga in its essence "Bhakti", the way of Love, has its place in the attitude of Loya i. e. Negation or rejection as well as in the attitude of resignation to the wished for, the one and the All. In essence, Loya i. e. Kundalini Yoga proceeds by negation and resignation—the former is rejection, and the latter "Surrender" (The Mother, page 8-9)

Sankaracharya explains Loya in relation to Loys or kundalini Yoga in a very succint way saying "The gross should be dissolved into subtle and absorbed into Cidatma" (Serpent power 527) Verse 49 of "Sat-Cakra-Nirupama" speaks of Siva-Padam or State of Siva i. e. Param Akula-padam. Supreme "Siva" is "Akula" i. e. infinite consciousness, the Absolute, and "Kula" is Sakti. "Sahasrara", as the verse 49 says, is the abode of the Supreme Siva i. e. Param-Akula-padam. All Loya-Yogis, be they of Saiva or Sunya or Ganapatya or Vaisnaba or Sakta cult come to "Siva-Padam", as the V. 43 in Chap. 78, Uttar-Kanda of the Padma-Purana puts it, while practising the Loya Yogas as prescribed by several Tantras of the Agam. All the five schools of Agamic cult as named above advocate worship of "Power" by practising Loya-Yoga for attaining Siva-Padam. The verse 49 of "Sat-Cakra-Nirupama" speaks of "unmani" state of "Sakti-Kundalini" while she rests united with Param Siva in the "Sahasrara" at the final stage of realisation of a Siddaha Loya Yogi. This "unmani" state of Kundalini i. e. the heavenly Psyche of Sree Aurobindo's coinage annihilates in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sadhak the idea of time and space Kalaa and Kalaa. It is the body of Siva, i. e. Sivatanu, and It is then said "Unmanyante Para Sivayti. "Shakti". here is free from "Maya", and is then 'Mahamaya'—"Nityanandamoyee", Eternal Bliss. "Shakti" in "unmani" state is replete with every form of bliss i. e. "Sakati-Sukha-mayan" as in Unmani State of Sakti-Mahamaya the Universe finds its rest in the abode of the Supreme Siva. Primodial Sakti, while resting in the abode of Siva in Satya Loka or "Sahasrara" united with Siva is in the form of a grain of gram as is Bramha. Some again say it is "Visnu" and others again call it "Rudra". Siva-Sakti forms a Para "Bindu" the creative unit whose nature is to create, maintain and destroy. The space in "Sahasrara" is "Siva" himself and "Bindu" is "Param-Kundalini or Mahamaya" inhereing in and with "Siva". "Bindu", the unit creative point, has a circumference which is Maha-Kundalini-Sakti possessing the three Gunas—attributes, Swatta, Raja and Tama. The Great nature—the power of spirit. The space within "Sahasrara" is both Siva and Sakti "Bindu" according to some Inswara, the cause of all, and some pauranik writers of Puranas call it, "Mahavisnu" and others call it "Bramha-Purusa.' Devi Mahamaya, as Saktananda-Tarangini Chapt. I says, "Devi Kundalini-Mahamaya without manifestation of Maya-Sakti, is Nirguna i.e. attributeless, and with the manifestation of Maya-Sakti, Saguna i.e. with attributes, while "Sarada Tilak" says the eternal Siva should be known as both Nirguna (Attributeless), "Niskala" and Saguna (Attributeful) "Sakala".. He is Nirguna when dissociated from the workings of the Prakriti, the Great Nature—the Super nature, but when associated with Prakriti i.e. Maya Sakti, He is Saguna i.e. "Sakala"—Siva". The process of the rousing of Sakti-Kundalini with Jivatma i e. Jiva-Kundalini has been elaborated in verse 50 of the "Sat-Cakra-Nirupama. In verse 51 of the said 'Shastra, the final approach to union, and the Union of Kundalini with Siva, have been described. In Her subtle form Jiva Kundalini is fine like the lotus fibre. She approaches Siva, who is supreme Bliss itself, and who is in "Bindu" form in the pericarp of the "Sahasrara". She brings into Sadhak the Bliss of eternal liberation "Nityananda-rupammuktam". The Kundalini having united with the Sunya rupaa—Para—Siva and having caused the Devi so united to drink excellent nector from their union, by the same way brings herself back to Kula cavity i. e. Muladhar. "Sunya" denotes "the void" the space within Bindu, the Siva who is "That" the Supreme Siva The body of the Sadhak then becomes "Deha-Devata", spiritual Body. The Sadhak is to meditate upon the Union of Siva-Sakti and be satisfied with the nector of Eternal Bliss—Ananda-Sakti which flows from such union. That psychical perception of such union of Siva-Sakti is called "Samarasya". The leading of Kundalini from 'Muladhar" to "Sahasrara" requires meditation and chanting i.e. "Japa" of "Hamsa" and 'Humkara' Mantras amongst other processes. The seven planes of consciousness of Vedanta and the six "Cakras" i.e. planes of consciousness of Sakta-Tantra are conceived of on similar principles.

(To be continued)

Divinity is the end of all wisdom.

—Swami Abhedananda

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (3 Lines)

WORLD PHILOSOPHY

by

Swami Satyananda

Part—I, II, III

Price Rs.—9/-, 9/- & 7·50

According to Dr. Satkari Mookherjee, M. A., Ph. D.

It is a synthetic study on the problems of almost all systems of Philosophy—Eastern and Western, ancient and modern. The book bears the stamp of industry, erudition and scholarship, is well documented and is a valuable addition to the field of knowledge.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৩৪-২০৮৪)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক-স্বামী উমানন্দ

প্রতি সংখ্যা '৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য টাঃ ৮·০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Regd. No. WB/NC-34 • BHABMUKHEY • Phone : 52-7133

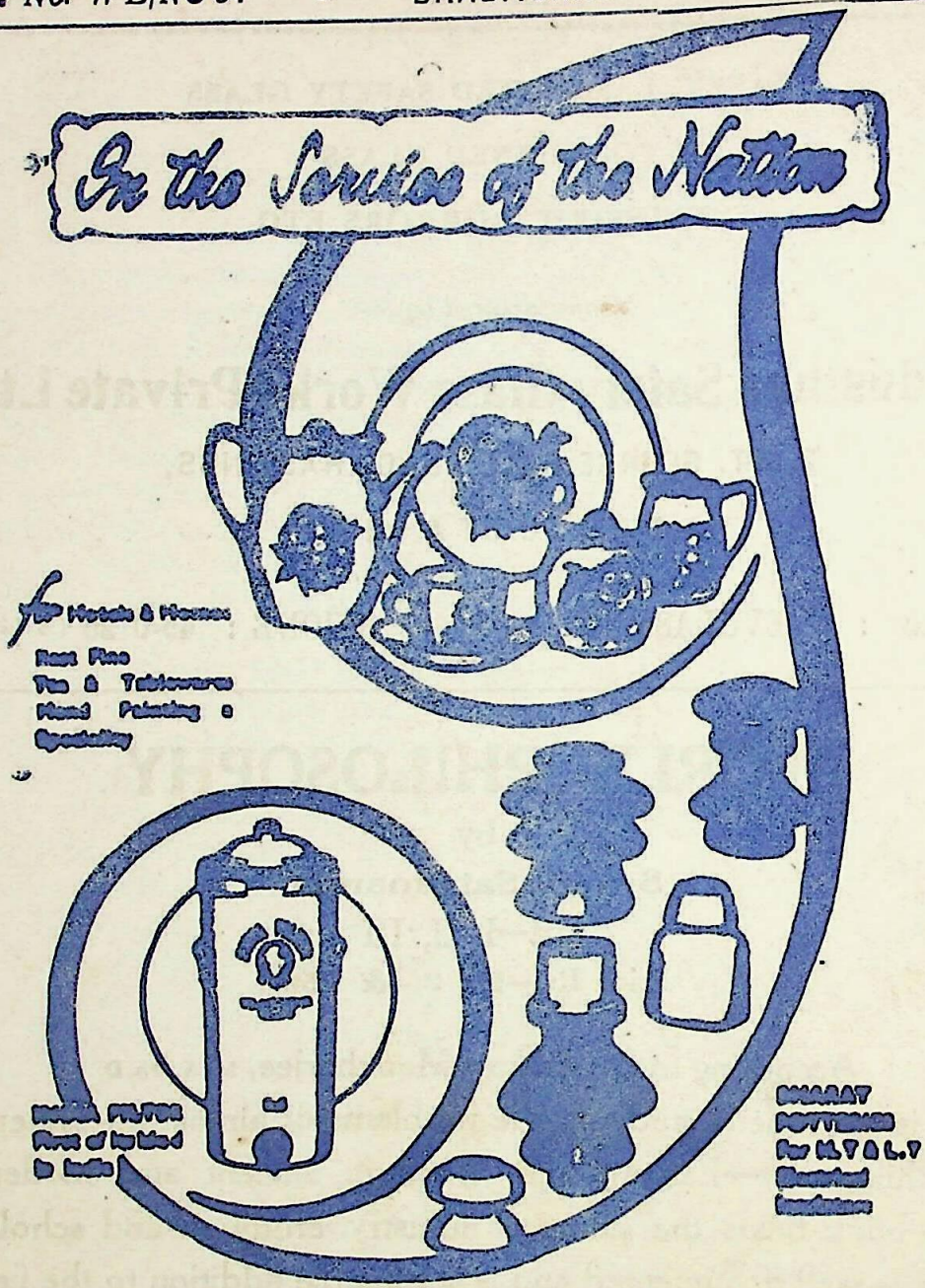

Manufacturers & Exporters

INDIA POTTERIES LIMITED

64, BHARATALLA STREET, CALCUTTA-13

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বালক গদাধরের বলাকাদর্শনে ভাবসমাধি।

প্রচ্ছদ-শিল্পী—শ্রীইন্দু রায়। যুগ্ম-পত্রিকা সচিব—স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। যুগ্ম-সম্পাদক—স্বামী লীলানন্দ ও ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য্য। সহ সম্পাদক—স্বামী হীরানন্দ ও স্বামী মৃগানন্দ। প্রচার সচিব—স্বামী সদানন্দ, স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ স্বামী অমলানন্দ ও ব্র: তারক চৈতন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi